NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ হালখাতা বাংলা নববর্ষের এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ ও বাঙালির ঐতিহ্য

বিদেশের মিউচুয়াল ফান্ড থেকেও মিলতে পারে ভাল রিটার্ন ৮

কলকাতা ৩ এপ্রিল ২০২৫ ২০ চৈত্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৯১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 3.4.2025, Vol.18, Issue No. 291 8 Pages, Price 3.00

মধ্যরাতেই লোকসভায় পাশ হল সংশোধিত ওয়াকফ বিল

ভোটাভুটির ফল পক্ষে ২৮৮, বিপক্ষে ২৩২

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: দীর্ঘ বিতর্কপর্বের পর বুধবার গভীর রাতে লোকসভায় পাশ হল সংশোধিত ওয়াকফ বিল। বিলের পক্ষে ২৮৮ এবং বিপক্ষে ২৩২ জন সাংসদ ভোট দিলেন। তবে বড় কোনও অশান্তি হল না অধিবেশনে। বৃহস্পতিবার বিল পেশ হবে রাজ্যসভায়।বুধবার লোকসভায় বিল পেশের আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সরকারের অবস্থানের কথা জানান। এর পরে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু 'ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৫' পেশ করেন । বিল পেশের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তাঁর অভিযোগ, জেপিসিতে ভিন্নমত প্রকাশ করে বিরোধী সাংসদদের দেওয়া নোটগুলি উপেক্ষা করা হয়েছে বিলে।বিরোধীরা বিল নিয়ে ভুল তথ্য এবং গুজব ছড়াচ্ছেন বলে বুধবার লোকসভায় অভিযোগ করেন রিজিজু। বিলের সমালোচনা যাঁরা করছেন, তাঁদের নিশানা করে রিজিজু বলেন, 'যখন আমরা কোনও ইতিবাচক সংস্কার আনছি, তখন কেন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে?' আলোচনা এবং সকলের মতামত নেওয়ার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসিকে ধন্যবাদ জানান রিজিজু। তিনি বলেন, 'আমি জেপিসির সব সদস্যকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ২৮৪টি প্রতিনিধিদল, ২৫টি রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ওয়াকফ বোর্ড এই বিষয়ে জেপিসির কাছে নিজেদের মতামত জানিয়েছে।'এরপরে রাতেই তীব্র বিতর্কের মাঝে বিলটি ছিড়ে ফেলেন আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। অবশেষে ১২ ঘণ্টার বিবাদের পর ভোটাভুটিতেই লোকসভায় পাশ হল সংশোধনী ওয়াকফ বিল।

বিরোধীদের বিঁধলেন শাহ

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনায় বিরোধীদের বিঁধলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'এ ভাবে অন্যের জমি দান করে দেওয়া যায় না। দান একমাত্র নিজের জমিই করা যায়।' সংসদে একটি তালিকা হাতে নিয়ে শাহ জানান, কোন কোন জমি ওয়াকফকে দান করা হয়েছে। শাহের বক্তব্য, তার মধ্যে মন্দিরের জমি যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে অন্যান্য ধর্মীয় স্থান এবং সরকারের জমি। এর পরেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'একজন মুসলিম তো চ্যারিটি কমিশনার হতেই পারেন। তাঁকে ট্রাস্ট দেখতে হবে না, আইন অনুযায়ী ট্রাস্ট কীভাবে চলবে, সেটা দেখতে হবে। এটা ধর্মের কাজ নয়। এটা প্রশাসনিক কাজ। সব ট্রাস্টের জন্য কি আলাদা আলাদা কমিশনার থাকবে? আপনারা তো দেশ ভাগ করে দিচ্ছেন। আমি মুসলিম ভাই-বোনদের স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আপনাদের ওয়াকফ বোর্ডে কোনও অমুসলিম থাকবে না। এই আইনে এমন কিছু নেই।'

বিজেপিকে খোঁচা অখিলেশের, পালটা দিলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল! অথচ এতদিনেও সর্বভারতীয় সভাপতি বাছাই করতে পারল না বিজেপি। সংসদে ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনার মধ্যেই গেরুয়া শিবিরকে খোঁচা দিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। যদিও সেই ইটের বদলে 'পাটকেল'ও হজম করতে হয়েছে অখিলেশকে। পালটা শাহ খোঁচা দিলেন, 'আপনাদের মতো পরিবারতান্ত্রিক দল তো নয়।' শাহ বলেন,'অখিলেশজি হাসতে হাসতে আমার দিকে তির ছুড়লেন। আমিও হাসিমুখেই জবাব দেব। আসলে আমার আশেপাশে যে দলগুলি বসে রয়েছে সবার সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচন হয় পাঁচটি পরিবার থেকে। কিন্তু আমাদের দলে পুরো প্রক্রিয়াটা হয় ১২-১৩ কোটি সদস্য নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই সময় তো লাগবেই।' অখিলেশের উদ্দেশে শাহী তির, 'আপনার ক্ষেত্রেও যেমন বেশি সময় লাগবে না। আমি জানি, আগামী ২৫ বছর আপনার দলের সভাপতি আপনিই থাকবেন।'

বিলের তীব্র বিরোধিতা কল্যাণের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: সংসদে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলের তীব্র বিরোধিতা করল তৃণমূল। রাজ্যের শাসকদলের তরফে ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনার সময় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'বিজেপি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করছে। এই বিল মুসলিমদের ধর্মপালনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে।' বিল নিয়ে আলোচনার সময় তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী বিলের আড়ালে বিজেপি দেশবাসীকে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভাগ করতে চায়। সেকারণেই সম্প্রদায়ের উপর ভিত্তি করে ওয়াকফ বোর্ডের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ। এটা আসলে বিজেপির অসৎ উদ্দেশ্যের দিকেই ইঙ্গিত করে।' কল্যাণের দাবি, 'ওয়াকফ বিল আসলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি দখলের চেষ্টা। ওয়াকফ মুসলিম সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড। অথচ প্রস্তাবিত এই বিলে যে সব পরিবর্তন চাওয়া হয়েছে সবটাই অযৌক্তিক। ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার। সংশোধনী বিলে রাজ্যের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়েছে। এই বিল অসাংবিধানিক।'

'রামনবমীতে দাঙ্গা করে অশান্তি করার চেষ্টা করবেন না'

মানবিক হওয়ার আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়ম মেনে রামনবমীর অস্ত্র মিছিলে আপত্তি নেই বলে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মিছিলের নামে প্ররোচনা বরদাস্ত করা হবেনা বলেও স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইদ শান্তিতে পালন হয়েছে। সরকার চায় রামনবমীর মিছিল শান্তিপূর্ণ হোক। এমনকি নিয়ম মেনে প্রশাসনের নির্দেশ মতো অস্ত্র মিছিল করলেও তার আপত্তি নেই। কিন্তু কোনওরকম প্ররোচনা সরকার বরদাস্ত করবে না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এরা যে রামনবমীতে মিছিল করে, আমাদের অনেকেও রামনবমীতে মিছিল করেন, আপত্তি নেই আমাদের। আমরা শুধু চাই শান্তিপূর্ণ হোক। এখন যেটা চৈত্র মাসে হয়, সেটাই ছিল। কিন্তু রাবণকে ধ্বংস করতে রামচন্দ্র যখন অকাল বোধন করেন যখন, সেটাকেই আসল দুর্গাপুজো হিসেবে পালন করি আমরা। এটাও পালন করি, কিন্তু ওভাবে নয়। সবাই সবার মতো করে নবরাত্রি পালন করবে, পুজো করবে, এটাই ধর্ম। শরতে শিউলি, কাশফুল ভাসে। আমরা করিনি, রামচন্দ্র করেছিলেন। সেটা কি রামনবমী নয়? সেটা কি আপনাদের মনে পড়ে না। রামচন্দ্র ১০৭টা ফুল দিয়ে একটা বাকি ছিল বলে নিজের চোখ দিতে গিয়েছিলেন। ইতিহাসটা জানুন। ইতিহাসের এটাই শিক্ষা। কর্ম মানেই ধর্ম, ধর্ম মানে কর্ম। মানবিক হোন, দানবিক হবেন না দয়া করে।'

বিজেপি-র পাশাপাশি বামেদের নিশানা করে মমতা বলেন, 'বামপন্থীদের সবাইকে বলি না আমি, অনেকে আছেন, যাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি, একসময় যাঁরা করতেন, এখন করেন না। কিন্তু বিজেপি-র দোসর আছেন যাঁরা, তাঁদের বলি যে, গৈরিকীকরণ ও রক্তিমকরণকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেবেন না। আপনারাও বড় বড় সাম্প্রদায়িক হয়ে গিয়েছেন। নির্বাচন থেকে সব ব্যাপারেই বাম-রাম এক, জগাই-মাধাই-গদাই। যত এসব করবেন, তত মহাশূন্য থেকে আরও শূন্যে বিলীন হয়ে যাবেন। আমার অনুরোধ সকলকে, হিন্দু হোন বা মুসলিম হোন, অথবা শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, শান্তি বজায় রাখুন। দাঙ্গা করে অশান্তির চেষ্টা করবেন না দয়া করে। দাঙ্গা করে কেউ কোনও দিন কিছু করতে পারেনি, আর করবেও না। বাংলা আর যাই হোক না কেন, বাংলা সংস্কৃতির জন্ম দেয়, বাংলা সম্প্রীতির জন্ম দেয়। আমরা রামকৃষ্ণকে মানব, জুমলা পার্টিকে মানব না। মা সরস্বতীর বচন মানব, জুমলা পার্টিকে নয়। যে ধর্ম সকলকে শ্রদ্ধা করে, আপন করে নেয়, সেই ধর্মকে মানি। আমরা সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করি। আমরা অন্নপূর্ণা পুজো, বাসন্তী পুজো, রামনবমী, চৈত্র সংক্রান্তি, চড়ক... আরও নানা কিছু হয়। অন্যের উৎসবকে ডিস্টার্ব করতে যাবেন না। আমি সবাইকে নিয়ে চলি, আপনারা কেন পারেন না?'

বিজেপিকে নিশানা তৃণমূলনেত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিতর্ক চলছে। বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে জানিয়েছেন, ভোটাভুটি হলে তাঁরা বিলের বিপক্ষে ভোট দেবেন। এই প্রেক্ষিতে বিজেপিকে নিশানা করে দলের সাংসদদের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তিনি বলেন, 'আমাদের সাংসদেরা আজ ওয়াকফের জন্য লড়াই করছেন।' এর পর বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূলনেত্রী বলেন, 'জুমলা পার্টির একমাত্র কর্মসূচি হল, দেশ ভাগ করা। তারা ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতিতে বিশ্বাস করে, যা আমরা করি না। আমরা আমাদের সংবিধান অনুসরণ করি।'

বেলঘরিয়ায় তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুন

পুলিশের হাতে আটক তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: .বেলঘরিয়া থানার কামারহাটি পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাজীবনগর ক্যানেল রোড এলাকা থেকে উদ্ধার এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ। মৃত যুবকের নাম মহম্মদ এনায়েতুল্লাহ ওরফে রেহান খান। তিনি এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পাশাপাশি ওই যুবক প্রোমোটিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বুধবার সকালে স্থানীয়রা বাড়ির পাশেই দলীয় কার্যালয়ের সামনে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে কামারহাটির সাগর দত্ত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। অভিযোগ উঠেছে, মঙ্গলবার রাতে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের কাছে দলীয় কার্যালয়ের সামনে মদের আসরে বসেছিলেন রেহান। সেই মদের আসরে বচসার জেরে রেহানকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেলঘরিয়া থানার পুলিশ-সহ ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকেরা। কে বা কারা গুলি চালিয়েছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মদের বোতলও উদ্ধার করেছে। তবে প্রকাশ্যে আসা সিসিটিভি ফুটেজে এলাকার বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় দাস ওরফে ঋজু, বাবলু-সহ আরও কয়েকজনকে দেখা গিয়েছে। জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের কারণে নাকি রাজনৈতিক কারণে এই খুনের ঘটনা, তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সাউথ অনুপম সিং জানান, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। রেহান নামে এক যুবককে গুলি করে খুন করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে ওই যুবক মদ্যপান করছিলেন। ওখানে আরও কারা ছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, রেহান প্রোমোটারি করতেন। মঙ্গলবার রাত ১১-৩০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত পরিবারের লোকজন এবং বন্ধুদের সঙ্গে রেহানের ফোনে কথা হয়েছিল। কিন্তু বুধবার সকালে ওকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ডিসি নর্থ আরও জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা গিয়েছে। তদন্ত চলছে। ইতিমধ্যেই তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

ওষুধের দামবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পথে নামছে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: জীবনদায়ী ওষুধের বর্ধিত দাম প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার না করা না হলে পথে নেমে আন্দোলন করার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। ডায়াবেটিস, হার্টের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধ, ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের ৭৪৮টি ওষুধের দাম ১ এপ্রিল থেকে বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রের ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি। বুধবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন মুখ্যমন্ত্রী। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য। তাই তাঁর সরকার স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্প এনেছে সাধারণ মানুষের জন্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ জেনেরিক মেডিসিনের দাম বৃদ্ধি করা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যবিমাতেও জিএসটি বাড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যই হচ্ছে মানুষের সম্পদ। তার ওপর এভাবে বাড়তি চাপ দিয়ে মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে, যা উচিত নয়। তিনি স্পষ্ট জানান, এরপর সাধারণ মানুষ কীভাবে চিকিৎসা করাবে কেন্দ্রীয় সরকার তা ভাবছে না। ডাক্তার যখন এই ওষুধগুলি লিখবেন তখন গরিব মানুষ তা কিনতে পারবেন না। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় একশ্রেণির মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপ কি না তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন

মদন তামাং হত্যা মামলায় কোনও সুপ্রিম হস্তক্ষেপ নয়

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: মদন তামাং হত্যা মামলায় বিমল গুরুংয়ের আবেদনে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী ও বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চ বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, 'আপনি তো এখন জামিনেই আছেন। আগে ট্রায়াল কোর্টের মামলা শেষ হোক।' সেক্ষেত্রে মদন তামাং হত্যা মামলায় বিমল গুরুংকে অন্তর্ভুক্ত করার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল থাকল।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের মে মাসে দার্জিলিঙে সভা করতে গিয়ে সকালে রাস্তার ওপরে কুপিয়ে খুন করা হয় মদন তামাংকে। এই খুনে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে নিকল তামাংকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে নিকল পিনটেল ভিলেজে পুলিশি হেপাজত থেকে পালিয়ে যান। সিবিআই-এর হাতে যায় মামলা। সিবিআই-এর চার্জশিটে বিমল গুরুং, রোশন গিরি, আশা গুরুং, বিনয় তামাংয়ের মতো পাহাড়ের ৪৮ জন নেতার নাম ছিল।

প্রসঙ্গত, গোর্খা লিগ সভাপতি মদন তামাংয়ের খুনের মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই। এর আগে বিমল গুরুংকে সিবিআই-র মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টর বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত। হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, বিমল গুরুংয়ের বিরুদ্ধেও চার্জ গঠনের আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পাল্টা সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন বিমল গুরুং। বুধবার সেই মামলারই শুনানি ছিল। বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী এবং বিচারপি পিবি ভারালেন বেঞ্চ জানায়, শীর্ষ আদালত কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ করবে না। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আপনি তো জামিনেই মুক্ত রয়েছেন। তাহলে চার্জ গঠন নিয়ে সমস্যা কোথায়?

পাথরপ্রতিমায় বিস্ফোরণ কাণ্ডে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন:: সচেতনতার অভাবেই বাজি কারখানায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে শিশু-সহ ৮ জনের মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বাজির ব্যবসা করতে গিয়ে অনেক মানুষ নিয়ম মানছেন না। এক্ষেত্রেও ওই পরিবারের গাফিলতি এই চরম পরিণতি ডেকে এনেছে বলে আক্ষেপ করেন তিনি। বারবার বলার পরও কেন সচেতনতা বাড়ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বারবার বলা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এক জায়গায় দাহ্য পদার্থ রাখলে যে-কোনও সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। সাবধান হন। দুর্ঘটনায় একটি প্রাণ যাওয়া কাম্য নয়।' বুধবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী, সেখানে পাথরপ্রতিমার কথা উল্লেখ করেন তিনি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাজি কারখানার লাইসেন্স ছিল, তা জানিয়ে তিনি বলেন, 'যে কাণ্ড ঘটেছে, তা দুঃখজনক। কিন্তু ব্যবসায়ী লাইসেন্স হোল্ডার ছিলেন। গুজরাতে যে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের লাইসেন্স ছিল না। বাজি ও রান্নার গ্যাস কোনও সময় একসঙ্গে থাকে। এটা থাকা উচিত না। আমি মনে করি, এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। এক জায়গায় দাহ্য পদার্থ রেখে দিলে প্রাণহানি হতে পারে। সকলেই সাবধান হন। মানুষের জীবন সব থেকে দামি।'

পাথরপ্রতিমা কাণ্ডে এবার গ্রেপ্তার হলেন চন্দ্রকান্ত বণিক

নিজস্ব প্রতিবেদন:: দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় বাজি বিস্ফোরণের ঘটনায় বণিকবাড়ির বড় ছেলে চন্দ্রকান্ত বণিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবারই তাঁকে আটক করা হয়েছিল।

বুধবার তাকে কাকদ্বীপ আদালতে হাজির করানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ঘটনার পরে বণিক পরিবারের দুই ভাই চন্দ্রকান্ত এবং তুষারের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে ঢোলাহাট থানা। ঘরে বিপজ্জনক বস্তু মজুত রাখা, অনিচ্ছাকৃত খুনের ধারা-সহ মোট ছ'টি ধারায় মামলা রুজু করা হয়। বুধবার সকালে ঢোলাহাট থানার পুলিশই চন্দ্রকান্তকে গ্রেপ্তার করে।

এদিকে, বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে যান সিপিএম নেতা, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'প্রশাসন জানত না, এটা হতে পারে না। যদি একটা মাসোয়ারার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এত দীর্ঘদিনের ব্যবসা হতে পারে না।

গ্রেপ্তারির পর ব্যবসা আরও রমরমিয়ে চলত। জেলা প্রশাসনের ওপর দায়িত্ব দিলে তদন্ত হবে না। হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে যে কোনও নিরপেক্ষ তদন্ত সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করা হোক।' এদিকে, এই ঘটনায় গোয়েন্দা ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন এডিজি রাজীব কুমার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৫ S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০৩২ নং এফিডেভিট বলে Pronab Nandy S/o. Prabir Nandy ও Pranab Nandi S/o. Prabir Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৮৬ নং এফিডেভিট বলে Ajay Kumar Mal S/o. Sankar Prasad Mal ও Ajay Mal S/o. S. Mal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৪/২০২৫ S.D.E.M. সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Labani Roy D/o. Tapas Roy নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Tanuja Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৩/২০২৫ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Sk. Nishar, Sekh Nishar ও Nishar Sekh S/o. Sk. Nizam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০৩৪ নং এফিডেভিট বলে Nur Alam Mallick S/o. Jalil Mallick ও Alam Mallick S/o. J. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০২/২০২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮৪ নং এফিডেভিট বলে Rajib Mandi S/o. Shankar Mandi, Chunu Mandi S/o. Shankar Mandi ও Chunu Mandi S/o. S. Mandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Ratan Kumar Ghosh S/o. Srinibash Chandra Ghosh ও Ratan Kr Ghosh S/o. N. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩রা এপ্রিল ২০শে চৈত্র। বৃহস্পতি বার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ শ্রীশ্রী বাসন্তী অন্নপূর্ণা চৈত্র নবরাত্রি র পঞ্চমী তিথিতে মা স্কন্ধ মাতৃকা পুজো। দেবী দুর্গার আমন্ত্রণ ও অধিবাস। অশোক ষষ্ঠি।)

নাম-পদবী

আমি ইতি লোহার পিতা-প্রদিপ লোহার ঠিকানা-নিচু বাঁধগোড়া 'পো+ থানা- বোলপুর জেলা-বীরভূম। ০২-০৪-২০২৫ তারিখে সিউড়ি কোর্টে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট বলে ইতি লোহার জান্নাত খাতুন একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ইং ০৭/০১/২০২৫ তারিখে একদিন পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৯৮/২০২২, দরখাস্তকারী শ্রী সঞ্জীব বসু ওরফে সঞ্জীব কুমার বসু-র বিজ্ঞপ্তিটির "তপশীল"-এ ভুলবশতঃ মৌজা-খলিসানী ছাপা হইয়াছে, যাহা মৌজা-১ নং খলিসানী পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা জজ আদালত
রেফাঃ ম্যাট স্যুট নম্বর ৩৮০/২০২৩

এতদ্বারা বিবাদী **শ্রী ঈশ্বর রায়**, পিতা শ্রী অশোক রায়, সাকিম- গ্রাম- মোল্লাপোঁতা, কেওটা, ব্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েত, মগরা-চুঁচুড়া ব্লক, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০৪, আপনাকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, আপনার স্ত্রী **শ্রীমতী গুড়িয়া চৌধুরী(রায়)**, পিতা- শিউ কুমার চৌধুরী, স্বামী- শ্রী ঈশ্বর রায়, সাকিম- খামারপাড়া, কল্যাণনগর, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা - চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৫০২, আপনার বিরুদ্ধে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট এর ২৭ (১) (বি) এবং (ডি) ধারা মতে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, আদালতের নির্দেশে **শ্রীমতী গুড়িয়া চৌধুরী** এই বিজ্ঞপ্তি জারী করিতেছেন। উক্ত বিষয়ে আপনার কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের অন্দরে জেলা জজ আদালতের নিকট স্বয়ং অথবা কোনো নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমাটির এক তরফা শুনানী হইবে।

শর্মিলা দত্ত (অ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া জজ কোর্ট, হুগলী

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
চুঁচুড়া জজ আদালত, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা - হুগলী, মোকাম চুঁচুড়ার ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত।
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ১২/ ২০২৩

দরখাস্তকারী :- শ্রী অমিত কুমার গুপ্ত, পিতা মৃত রঙ্গীলা প্রসাদ গুপ্ত, ঠিকানা - ১৬৪/২ গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড, গতির বাগান, বৈদ্যবাটী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২২২ ।

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী, সাং ১৬৪/২ গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড, গতির বাগান, বৈদ্যবাটী, হুগলী, পিন - ৭১২২২২ নিবাসী **রঙ্গীলা প্রসাদ গুপ্ত**, পিতা মৃত বাল কেশোয়ার প্রসাদ এর বিগত ইংরাজী ৩০/০৬/২০০৬ তারিখে সম্পাদিত ও ১৭/০৭/২০০৬ তারিখে এ্যাডিসন্যাল ডিস্ট্রিক্ট সাব্ রেজিষ্ট্রার, শ্রীরামপুর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০০৬ সালের ৭০ নং উইলের প্রবেট প্রাপ্তির নিমিত্ত উপরোক্ত আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন, উক্ত দরখাস্তের বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি মারফৎ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরোল্লিখিত আদালতে হাজির হইয়া দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় উক্ত দরখাস্ত একতরফা শুনানী হইয়া গ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা- শ্রীরামপুর, এ.ডি.এস.আর. অফিস শ্রীরামপুর, মৌজা - দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং- ০৪, আর.এস. খতিয়ান নং - ১৩৩৯, আর.এস. প্লট নং ২০৮৮, মাপ সুড়ত পরিমান ০৩ কাঠা মায় তদুপরিস্থিত দ্বিতল বিশিষ্ট বিল্ডিং ফিটিংস ফিক্সচার সহ ইজমেন্ট রাইট সহ, হোল্ডিং নং- ৬৬ (১৬৪/২) জি.টি. রোড হইতেছে।

দরখাস্তকারীর তরফ উকিলবাবু
পঙ্কোজ কুমার সাধু (এ্যাডভোকেট) ।

আদেশানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট জজ্ আদালত, হুগলী ।

আমমোক্তারনামার বিজ্ঞপ্তি

... 00155 for the year 2014, Book No. IV, Volume No. 1 page No. 3242 to 3252 ...

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

//জেলা-হুগলীর সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন-অতিরিক্ত আদালত চুঁচুড়া //
২০২৪ সালের ৩৩১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।
বাদী:- শ্রী শ্রী ঈশ্বর ধর্মরাজ ঠাকুর রিপ্রেজেন্টেড বাই, প্রসেনজিৎ ঘোষ দীং
(বনাম)
বিবাদী:- তরুন ঘোষ দীং

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে- জেলা- হুগলীর ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত ভগবানপুর মৌজাস্থিত ১৮৪ নং জে.এল. ভুক্ত, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৪৭, এল.আর. খতিয়ান নং - ২৭০, আর.এস. দাগ নং - ১০১৮, ১৮ শতক শালি জমি হাল ১১৭২ নং দাগ ভুক্ত সম্পত্তি লইয়া স্বত্ব সাব্যস্ত বাবদ, চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বাবদ ও অন্যান্য প্রার্থনায় **শ্রী শ্রী ঈশ্বর ধর্মরাজ ঠাকুর পক্ষে রিপ্রেজেন্টেড বাই প্রসেনজিৎ ঘোষ**, পিতা- ৺অমলবিকাশ ঘোষ **(২) ঝর্ণা ঘোষ**, স্বামী ৺অমলবিকাশ ঘোষ, **(৩) সুস্মিতা ঘোষ**, পিতা- ৺অমলবিকাশ ঘোষ, সকলের সাং- ব্রাহ্মনপাড়া, পো: ও থানা -খনিয়াখালি জেলা- হুগলী। (৪) **চঞ্চল কুমার ঘোষ**, পিতা- ৺কমল বিকাশ ঘোষ, সাং-গ্রাম- কানাজুলি, পো:-গোবরআড়া, থানা-গুড়াপ, জেলা- হুগলী, থানা-ধনিয়াখালির অন্তর্গত সমোসপুর সাকিমের বাসিন্দা ১) তরুন ঘোষ (পিতা- দিলীপ ঘোষ) ২) ভাস্কর মালাকার (পিতা- ৺ সুশান্ত মালাকার) এর বিরুদ্ধে জেলা- হুগলী সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন অতিরিক্ত আদালত চুঁচুড়াতে ২০২৪ সালের— ৩৩১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। যদি **তরুন ঘোষ**, পিতা- দিলীপ ঘোষ **২) ভাস্কর মালাকার**, পিতা- ৺সশান্ত মালাকার) বা অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির কোন আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে তদক্ষেত্রে তিনি বা তাহারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত আইনজীবী মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে ।

বাদীর পক্ষে
তন্ময় মুখার্জ্জী (উকিলবাবু)

আদালতের আদেশানুসারে -
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন অতিরিক্ত আদালত, চুঁচুড়া সদর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী স্বরূপ দত্ত পিতা- শ্রী সাধন গোপাল দত্ত, ঠিকানা- নারায়ণপুর, পো-হদল নারায়ণপুর, থানা- পাত্রসায়ের, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১১২, Sonamukhi A.D.S.R. Office এর অন্তর্গত ২১.০২.২০২৫ তারিখের ৪৮৭ নং দলিলমূলে বিক্রেতা শ্রীমতী পারমিতা মণ্ডল কুণ্ডু, স্বামী শ্রী জয়দীপ মণ্ডল ওরফে জয়হরি মণ্ডল এর পক্ষে নিযুক্তিয় আমমোক্তার শ্রী প্রশান্ত দুই, পিতা- শ্রী গৌরচন্দ্র দুই দ্বারা Sonamukhi A.D.S.R. Office এর অন্তর্গত ০৬.০৫.২০২২ তারিখের ১৪৯৯ নং আমমোক্তার দলিলমূলে সোনামুখী ব্লকের অন্তর্গত সোনামুখী মৌজায় ৮৫৭২ নং খতিয়ানভুক্ত ৩১৬১ নং দাগে যে জায়গা ক্রয় করিয়াছেন তাহা নিজ নামে নামপত্তন করাইবেন। উক্ত জমিতে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমানাদি লইয়া ৩০ দিনের মধ্যে Sonamukhi B.L. & L.R.O Office-এ অভিযোগ জানাইবেন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যে নয়া মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল

প্রশাসনিক পদে একাধিক রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নতুন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব নিচ্ছেন। ১৯৯০ ব্যাচের ওই আইএএস আধিকারিক এতদিন বন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। বৃহস্পতিবার থেকে তিনি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর ছেড়ে যাওয়া বন দপ্তরের প্রধান সচিব হলেন ইন্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিসের (আইএফএস) দেবল রায়। তিনি প্রধান মুখ্য বনপালের দায়িত্বও সামলাবেন। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের দায়িত্ব সামলাবেন আইএএস রাজেশ কুমার সিনহা। তিনি আবাসন, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেব এই পদ সামলাবেন। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের সচিব স্মারকি মহাপাত্রকে পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক নিগমের অধিকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হল। ওই পদে এতদিন ছিলেন পি মোহন। জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব অংশুল গুপ্তাকে কেএমডিএ'র সিইও করা হল। এই পদে এতদিন ছিলেন রাজেশ কুমার সিনহা। আইজি রেজিস্ট্রেশন ড. মাশঙ্কর এস,কে কৃষি দপ্তরের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি করা হল। তাঁর জায়গায় আইজি রেজিস্ট্রেশন হলেন পবন কাডিয়ান। পি মোহন গান্ধীকে ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের অধিকর্তা করা হল। এতদিন এই পদে ছিলেন অভিনব চন্দ্র। তাঁকে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অতিরিক্ত অধিকর্তা করা হল। আর দিপিকা সানয়ামাতকে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের বিভাগীয় সচিব করা হয়।

এমআরপির থেকে বেশি দামে ওষুধ বিক্রিতে সরকারি পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে জীবনদায়ী ওষুধের দাম বৃদ্ধি নিয়ে চাপানউতোর তুঙ্গে। তারমধ্যে রাজ্যের ওষুধ ব্যবসায়ীর একাংশের নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে ওষুধ বিক্রির ঘটনা সামনে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে। এই ধরণের ঘটনা আটকাতে কড়া হাতে হাল ধরছে রাজ্য সরকার। এমআরপির থেকে বেশি দামে ওষুধ বিক্রি করলে ওষুধের দোকানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশে স্বাস্থ্য দফতর ওষুধের দোকানগুলিতে নিয়মিত অভিযান চালাবে বলেও জানানো হয়েছে। কলকাতা সহ রাজ্যের একাধিক ওষুধের দোকানে নিত্য প্রয়োজনীয় ও জীবনদায়ী বিভিন্ন ওষুধ এমআরপি-র থেকে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছিল, বলে অভিযোগ পেয়েছিল রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে ওষুধ বিক্রির তথ্য প্রমাণ এসেছে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে। কলকাতার ৬৮ দোকানকে চিহ্নিত করে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। বেশি দামে ওষুধ বিক্রি করলে ওষুধের দোকানের লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটিকেও এই বিষয়টি জানিয়েছে। বেশি দামে ওষুধ বিক্রি হলে করা হবে ওইসব ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে, বলেও স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি ঘরে উড়ুক ভগবা পতাকা, হিন্দু সমাজের প্রতি শুভেন্দুর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনে রামনবমী। এরইমধ্যে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হিন্দু সমাজের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কে একত্রিত হওয়ার অহ্বান জানালেন।

মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে এসে সকলকে খানিকটা সতর্ক করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যে ঘটনাগুলি মোদিয়াবাদী, ভেলডাঙা এবং নবদায় ঘটেছে, যে ঘটনাগুলি রামনবমী, ঝুলিস, ডালখোলা, রিশনা ও সিকরিতে ঘটেছে, সেসব বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমরা কোনও ধরনের উস্কানিমূলক কাজ করব না। হিন্দু সমাজ এমন কাজ করে না।' তিনি আরও বলেন, 'এইবার রামনবমীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যা ঘটেছে, সরস্বতী গুজারের উত্থানের প্রচেষ্টার পর, মুঠাবাদীর ঘটনার পর, হিন্দুরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এবং প্রতিটি এলাকায় 'জয় শ্রী রাম' পতাকা উত্তোলন করবে। আমি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত হিন্দুকে অহ্বান জানাচ্ছি, ওই দিন প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি গাড়িতে, প্রতিটি মোটরসাইকেলে পতাকা তুলুন। যাদের কাছে হিন্দু পতাকা বা ভগবা পতাকা আছে, তারা সেটি

সারাদিন ধারণ করুন। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ভগবা পতাকা তুলুন এবং আপনার হিন্দু পরিচয়কে প্রকাশ করুন।'

এই প্রসঙ্গে তিনি 'জিহাদিদের' বিরুদ্ধে সরাসরি বক্তব্য রাখেন এবং তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকেও চ্যালেঞ্জ জানান। তিনি বলেন, 'এই সমস্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জিহাদিদের এবং তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মুখের উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। আমি এখানে কোনও রাজনৈতিক পদ বা দলের পরিচয়ে কথা বলছি না, আমি একজন হিন্দু ও বাঙালি হিসেবে এই বক্তব্য রাখছি।' রাম মন্দির উদ্বোধনের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু অধিকারী ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশংসা করেন। একইসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাম মন্দির নিয়ে অবস্থানের সমালোচনা করেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাম মন্দিরের বিরোধিতা করেছিলেন। পার্ক সর্কাসে তখন দাঙ্গা হয়েছিল। এরপর ৬৬ কোটি হিন্দু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রয়াগরাজে উপস্থিত হন। সেখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মা গঙ্গা, মা যমুনা এবং মা সরস্বতীর সঙ্গমে গিয়ে সভা করেন। বিধানসভার মেঝেতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এটি মহাকুম্ভ নয়, এটি মৃত্যুকুম্ভ।' এই বক্তব্যের মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্টতই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হিন্দু বিরোধী হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তুঙ্গে।

হাওড়া গ্রামীণ বিজেপিতে নতুন সভাপতি দেবাশীষ সামন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে হাওড়া গ্রামীণ বিজেপির সভাপতি পদে রদবদল করল দল। নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেলেন দেবাশীষ সামন্ত। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রবিবার একাধিক সাংগঠনিক পরিবর্তনের তালিকা প্রকাশ করেন, যেখানে হাওড়া গ্রামীণের সভাপতি হিসেবে

অরুণ পাল চৌধুরীর পরিবর্তে দেবাশীষ সামন্তের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আশানুবরূপ ফল না হওয়ায় সংগঠনে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল রাজ্য বিজেপি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপি হাওড়া গ্রামীণে নিজেদের শক্তি পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে, যেখানে নতুন নেতৃত্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। দেবাশীষ সামন্ত দীর্ঘদিন ধরে সংঘের সক্রিয় সদস্য এবং দক্ষ সংগঠক হিসেবে পরিচিত। হাওড়া গ্রামীণে বিজেপির প্রসার এবং ভোট ব্যাংক সুদৃঢ় করাই তাঁর মূল লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্বের আশা, নতুন সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের ফলে দল আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং আসন্ন নির্বাচনে ভালো ফল করবে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই হাওড়া সদরের সভাপতিও পরিবর্তন করা হয়েছিল। নতুন সদর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য। দলের অন্দরের খবর, এই সাংগঠনিক রদবদলের মাধ্যমে বিজেপি রাজ্যে নিজেদের শক্তি আরও বাড়াতে চাইছে।

আইপিএল ম্যাচের পর বিশেষ রাত্রীকালীন পরিষেবা ঘোষণা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)ও এম/এস গেম প্ল্যান স্পোর্টস প্রাইভেট লিমিটেডের (কলকাতা নাইট রাইডার্সের পক্ষ থেকে) অনুরোধে সাড়া দিয়ে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চালুর ঘোষণা করেছে। আগামী ৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত হতে চলা আইপিএল টি-২০ ম্যাচের পর কলকাতা ও শহরতলির ক্রিকেটপ্রেমীদের সুবিধার্থে ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইন-২-এ বিশেষ ট্রেন চলবে।

এই বিশেষ পরিষেবার জন্য স্মার্ট কার্ড, টোকেন এবং কাগজভিত্তিক কিউআর টিকিটের বিক্রি শুধুমাত্র ওল্ড এসপ্ল্যানেড ও নিউ এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনেই চালু থাকবে। নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ১০ টাকা সারচার্জ প্রতি টিকিটে ধার্য করা হবে। বিশেষ মেট্রো পরিষেবার সময়সূচিতে বলা হয়েছে, ব্লু লাইন উত্তরমুখী দক্ষিণেশ্বরগামী ট্রেন স্পেশাল-১ নম্বর মেট্রো এসপ্ল্যানেড থেকে ছাড়বে রাত ১২ টায়। দক্ষিণেশ্বর পৌঁছবে রাত ১২ টা ৩৩ মিনিটে। সমস্ত স্টেশনে থামবে। আর দক্ষিণমুখী অর্থাৎ কবি সুভাষগামী ট্রেন স্পেশ্যাল-২ এসপ্ল্যানেড থেকে ছাড়বে রাত ১২ টায়। কবি সুভাষে পৌঁছবে রাত ১২ টা ৩৩ মিনিটে। এই মেট্রোটিও সমস্ত স্টেশনে থামবে বলে জানানো হয়েছে মেট্রোর তরফে।

অন্য দিকে গ্রিন লাইন-২ তে স্পেশাল মেট্রোটি এসপ্ল্যানেড থেকে ছাড়বে রাত ১২ টায়। হাওড়া ময়দানে সেটি পৌঁছবে রাত ১২টা ০৮ মিনিটে। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ আশা করছে যে, এই বিশেষ মেট্রো পরিষেবা কলকাতা নাইট রাইডার্সের সমর্থকদের রাতের যাত্রাকে আরও সুবিধাজনক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলবে।

হাওড়াকে সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী দিনে কলকাতার জমজ শহর হাওড়াকে সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যে উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য সরকার। আপাতত যত দ্রুত সম্ভব ওই শহরের জমা জঞ্জাল অপসারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাওড়ার জঞ্জাল সমস্যা নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ মঙ্গলবার জেলার প্রশাসন এবং পুর দপ্তুতরের কর্তাদের বৈঠক করেন। সেখানে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনে অতিরিক্ত গাড়ি, কর্মী নিয়োগ করে আবর্জন সাফ করতে হবে। মূল ভাগাড় দূরে হওয়ায় বর্জ্য ডাম্প করতে সমস্যা হচ্ছে। হাওড়ার কাছাকাছি নতুন কোনও জায়গায় বিকল্প ভাগাড় চিহ্নিত করার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যসচিব। তিনি জানান, যতদিন বিকল্প ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হচ্ছে, ততদিন বর্জ্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হবে। পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কোনওরকম শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না বলেও মুখ্যসচিব হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। শহরের প্রতিটি বাড়ি থেকে নির্ধারিত সময়ে বর্জ্য সংগ্রহ, সেই বর্জ্য ডাম্পারে তোলা এবং নির্দিষ্ট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পুরো প্রক্রিয়া এখন থেকে কঠোর নজরদারির আওতায় থাকবে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

দীঘা জগন্নাথ ধামে রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের ধর্মীয় পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীঘায় জগন্নাথ ধামে রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের, সংগঠিত পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্মীয় পদযাত্রায় অংশ নেন, বিধায়ক অখিল গিরি, প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতির্ময় কর, কাঁথি পৌরসভার চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি, বৈদিক পন্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জী, সংগঠনের চেয়ারম্যান নির্মল শর্মা, সম্পাদক তপন মিশ্র-সহ জেলার সনাতনী সভাপতি সংগঠকরা। অনুষ্ঠান মঞ্চে, অখিল গিরি বলেন, 'ব্রহ্ম শক্তি নিয়ে ব্রাহ্মণদের পথ চলা। আগামী ৩০শে এপ্রিল সারা ভারতবর্ষ অপেক্ষা করে আছেন সৈকত সুন্দরী দীঘা জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র আড়াই বছরের প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন প্রভু জগন্নাথ মন্দির।' চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি বলেন, 'ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আজকে প্রমাণ করলেন তারা সকলের সংগঠিত অবস্থায় আছেন। দীঘার বুকে এই প্রথম এত বড় পদযাত্রা করলেন রাজ্যর সনাতনীরা।' রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতির্ময় কর,

ব্রাহ্মণদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রশংসা করেন। বৈদিক পন্ডিত ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যের ২৩টি জেলার ব্রাহ্মণ সনাতনীরা এক সূত্রে আছেন, এই বার্তা রাজ্যের সকল ব্রাহ্মণদের উদ্বুদ্ধ করবে। আগামী সময়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের সংগঠন এ ভাবেই থাকবে।' মনিটরিং চেয়ারম্যান নির্মল শর্মা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রধান সম্পাদক তপন মিশ্র পতাকা উত্তোলন করে সাংগঠনিক বক্তব্য রাখেন। সভাপতি কিশোরী চরণ মিশ্র, প্রধান কার্যকর্তা অশোক পন্ডা-সহ বিরোচন নন্দ-সহ বহু বিশিষ্ট জন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ৩ এপ্রিল ২০২৫, ২০ চৈত্র, বৃহস্পতিবার

দলের ৮টি সাংগঠনিক জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: দলের ৮টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতির নাম ঘোষণা করল পদ্ম শিবির। এই ৮ সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের মধ্যে একজনই শুধু পুরানো মুখ হিসেবে রইলেন বীরভূম জেলায় বিজেপির সভাপতি পদে ধ্রুব সাহা। বাকি ৭টা সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বে নতুনদের আনা হল। আর এখানেই জল্পনা শুরু ২৬'শের নির্বাচনে জেলায় জেলায় নতুন মুখ দের নেতৃত্বেই বিজেপি বাজিমাত করতে চাইছে কি না তা নিয়েও।

এদিকে বছরখানেকের মধ্যেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সাংগঠনিক নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে পদক্ষেপ করে বিজেপি। কিন্তু, সাংগঠনিক নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে সময় লাগায় প্রশ্ন ওঠে। বিভিন্ন জায়গায় থমকে যায় সাংগঠনিক নির্বাচন। এর আগে ২৫টি সাংগঠনিক জেলায় সভাপতির নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। বাকি জেলাগুলিতে কেন নাম ঘোষণা করা হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বঙ্গ রাজনীতিতে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই সাংগঠনিক নির্বাচন থমকে রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও ওঠে। কয়েকদিন আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছিলেন, খুব শীঘ্রই আরও কয়েকটি জেলার সভাপতির নাম ঘোষণা হবে। এরপরই বুধবার ৮টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতির নাম ঘোষণা করল বিজেপি।

এদিকে বিজেপি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কোনও বিধায়ক, সাংসদ জেলা সভাপতি পদে থাকবেন না। সেইমতো একাধিক বিধায়ককে সভাপতি পদ থেকে সরানো হল। বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি ছিলেন অমরনাথ শাখা। আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি ছিলেন মনোজ টিগ্গা। তাঁদের পদ থেকে সরানো হল। আলিপুরদুয়ারে বিজেপির জেলা সভাপতি হলেন মিঠু দাস। বহরমপুর সাংগঠনিক জেলায় মলয় মহাজনকে সভাপতি করা হল। ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব পেলেন সোমা ঘোষ। হাওড়া গ্রামীণের জেলা সভাপতি হলেন দেবাশিস সামন্ত। মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হলেন সমিত কুমার মণ্ডল। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব পেলেন সুজিত অগাস্তি। আর বোলপুর সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি হলেন শ্যামাপদ মণ্ডল। এই ৮ জনকে ধরলে ৩৩টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে। এর মধ্যে ৯ জন পুরনো মুখ। এবং জেলা সভাপতি পদে নতুন মুখ ২৪ জন। অর্থাৎ ৭০ শতাংশের বেশি নতুন মুখ। এর আগে ২৫টি সাংগঠনিক জেলায় যে ১৭ জন নতুন মুখ ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলায় বিধায়ক বিমান ঘোষের জায়গায় জেলা সভাপতি হয়েছেন সুশান্ত বেরা। তমলুক সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন মলয় সিংহ। কাঁথি সাংগঠনিক জেলায় অরূপ কুমার দাসের বদলে জেলা সভাপতি হয়েছেন সোমনাথ রায়। জলপাইগুড়িতে বাপি গোস্বামীর জায়গায় শ্যামল রায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মালদা উত্তরে উজ্জ্বল দত্তর জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছেন প্রতাপ সিং। এখনও ১০টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতির নাম ঘোষণা করেনি বিজেপি। ওই জেলাগুলিতে কবে নাম ঘোষণা হবে, সেটাই এখন দেখার। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, ৩৩টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে বেশিরভাগই নতুন মুখ। সেক্ষেত্রে বাকি ১০টি সাংগঠনিক জেলায় নতুন মুখের সম্ভাবনাই বেশি।

Dipak Barman, MLA
State Returning Officer

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ
Bharatiya Janata Party, West Bengal

Dated: 02nd April, 2025

Organizational Appointment

The following persons are hereby declared elected for the post of the District President for the respective Organisational District of Bharatiya Janata Party, West Bengal with immediate effect.

Sl. No.	Organizational District	President Name
1	Alipurduar	Shri Mithu Das
2	Berhampore	Shri Maloy Mahajan
3	Diamond Harbour	Smt. Soma Ghosh
4	Howrah Gramin	Shri Debasish Samanta
5	Medinipur	Shri Samit Kumar Mandal
6	Bishnupur	Shri Sujit Agasthi
7	Bolpur	Shri Shyamapada Mondal
8	Birbhum	Shri Dhruba Saha

অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে এখনই কড়া পদক্ষেপ নয়: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল গুলিকাণ্ডে সাময়িক স্বস্তি পেলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানির আগে পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দায়ের করা মামলায় এমনই নির্দেশ বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল ব্যারাকপুর আদালত। নিম্ন আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর বিরুদ্ধে এখনই কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। উচ্চ আদালতের এই নির্দেশ নিয়ে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, 'আগামী ৪ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর

পিতার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, এটা কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ। তবে কলকাতা হাইকোর্টে বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি আছে।' পবনের অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলারের পুত্র নমিত সিং ও তেলুয়ার বিরুদ্ধে গত ২৮ মার্চ পুলিশ সুয়োমোটো মামলা রুজু করেছে। তবুও ওই দু'জনকে পুলিশ ধরছে না। গুলি চালানোর কোনও প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও, তাঁর বাবাকে হেনস্থা করা হচ্ছে। রাজ্যের বাইরে থাকা সত্ত্বেও, তাঁর পিতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পবনের সংযোজন, রামনবমীর শোভাযাত্রায় চার-পাঁচ লক্ষ লোক সমাগমের ডাক দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। সুবৃহৎ সেই শোভাযাত্রা আটকাতেই এসব করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, শাসকদল রাজনৈতিকভাবে পেরে উঠছে না। তাই ওরা পুলিশকে কাজে লাগাচ্ছে। তাঁর সাফ বক্তব্য, রাজনৈতিক গতভাবে এর মোকাবিলা করা হবে।

দল পাশে আছে, অর্জুন সিংয়ের সাথ দিলেন দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার বিজেপির লড়াকু নেতা অর্জুন সিংয়ের পাশে দাঁড়ালেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। জগদ্দল গুলি কাণ্ডে মঙ্গলবার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল ব্যারাকপুর আদালত। যদিও বৃহস্পতিবার উচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। দলের প্রাক্তন সাংসদকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ তুলে এবার সরব হলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন অর্জুন সিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'যেদিন থেকে অর্জুন সিং বিজেপিতে এসেছেন। সেদিন থেকেই তাঁর পিছনে পুলিশ লেগে আছে। একবার এসপি ৫৬টি গাড়ি নিয়ে তাঁর বাড়িতে আক্রমণ করেছিল। আসলে বিরোধী কাউকেই থাকতে দেবে না। যার একটু শক্তি আছে, তাঁকে শেষ করার চেষ্টা চলছে।' দিলীপ ঘোষের সংযোজন, 'অর্জুন সিংকে ওরা টার্গেট করেছে। ওঁকে রাজনীতি করতে দেবে না।

কিন্তু অর্জুন সিং লড়াই করছেন। দল ওনার পাশে আছে। যা করার আমরা করবো।' প্রসঙ্গত, বুধবারই ৬৩ তে পা দিলেন গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং। প্রিয় নেতা রাজ্যের বাইরে থাকায় সোশ্যাল মিডিয়ায় জন্মদিনের ঝড় তুললেন তাঁর অনুগামীরা। যদিও তাঁর জন্মদিনেই মিলল স্বস্তি। অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে এখনই কড়া পদক্ষেপ নয়, বৃহস্পতিবার জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, 'জন্মদিনেই হাইকোর্টের বিচারপতি ওনাকে উপহার দিয়েছেন। ভগবান রামচন্দ্রের জন্মদিনের শোভাযাত্রায় উনি থাকবেন। এটাই সবচেয়ে বড় লড়াই।' প্রিয়াঙ্গু সাফ বক্তব্য, অর্জুন সিং কোনও অন্যায় করেননি। তবে যারা অন্যায় করেছে। তাদের শাস্তি পেতেই হবে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি নিয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী বলেন, 'উচ্চ আদালতে এই ওয়ারেন্ট ইস্যু টিকবে না। এই পদ্ধতিটাই সম্পূর্ন বেআইনি।' বৃহস্পতিবার শুনানির দিন রাজ্য সরকারের আইনজীবীরা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়বেন।

মোথাবাড়িতে বিজেপির মিছিলের অনুমতি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোথাবাড়ির ঘটনার প্রতিবাদে কাঁথিতে বিজেপির মিছিলে অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের। আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত এই মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মালদার মোথাবাড়ি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল গোষ্ঠী সংঘর্ষে। সেই ইস্যুতে বঙ্গ বিজেপির নেতারা একাধিক কর্মসূচি নিচ্ছেন। মোথাবাড়ি কাণ্ডের প্রতিবাদের কাঁথিতে মিছিল করার অনুমতি চেয়ে আদালতে গিয়েছিল বিজেপি। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে সেই মিছিল করার অনুমতি দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

প্রসঙ্গত, মালদার মোথাবাড়িতে অশান্তির প্রতিবাদে কাঁথিতে ১লা এপ্রিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মিছিল করতে চেয়ে আবেদন জানায় তারা। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কাঁথিতে বড় মাপের প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। কাঁথির খড়্গপুর বাইপাস থেকে পদযাত্রার করার কথা ছিল বিরোধী দলনেতার। তা শেষ হওয়ার কথা ছিল বড় ডাকঘরের সামনে। কিন্তু তাতে 'না' বলা হয় প্রশাসনের তরফে। বিকল্প তারিখে মিছিল করার জন্য বিজেপিকে পুলিশের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়। এরপর ৩ এপ্রিল মিছিল করতে চেয়ে আবেদন জানায় বিজেপি। তাতে যদিও অনুমতি দিয়েছিল প্রশাসন। এরপর বুধবার আদালতে রাজ্য জানায়, বৃহস্পতিবার মিছিলের অনুমতি পুলিশ দিয়েছে। বিজেপি চেয়েছিল, দুপুর ১ টা থেকে ৮ টা পর্যন্ত মিছিল করতে। কিন্তু পুলিশ দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৬ টা পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে। এবার সেই সময় একঘণ্টা বাড়ান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

এদিকে মোথাবাড়ির ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে। দিন কয়েক আগে মোথাবাড়ি যাওয়ার জন্য মালদা পৌঁছেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু মোথাবাড়ির সাত কিলোমিটার দূরেই তাঁকে আটকে দেওয়া হয়েছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় পুলিশ সুকান্তকে সেখানে যেতে দেননি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও মোথাবাড়ি যেতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। সেই সময়ের পরিবর্তন করে মিছিলের অনুমতি দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আর এই মিছিলে পথসভা করে শুভেন্দু বক্তৃতা দেওয়ার কথাও রয়েছে বলে বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর।

হাইকোর্টের শর্তসাপেক্ষে ওয়াই চ্যানেল পর্যন্ত মিছিল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো ভোটার নিয়ে ময়দানে নামে বিজেপি। বেছে-বেছে হিন্দু ভোটারদের নাম কেটে বাদ দেওয়া হচ্ছে লিস্ট থেকে। এরই প্রতিবাদে সরব হয় গেরুয়া শিবির। পরবর্তীতে তারা মিছিলের পরিকল্পনা করে। কিন্তু পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। আর এই মিছিল করার ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একইসঙ্গে মিছিলের পথ বদলে দিল কোর্ট। বিজেপি দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু করে যোগাযোগ ভবন হয়ে মিছিল শেষ করতে হবে ওয়াই চ্যানেলে। নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। এর আগে মিছিলের রুট ছিল বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিস পর্যন্ত।

বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দিয়েছেন, দশ জন প্রতিনিধি দল শুধু যেতে পারবেন অফিসে। মিছিল চারটে থেকে হবে চলবে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত। মিছিলে থাকবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক হাজারের বেশি লোক নয়। কোনও রকম স্লোগান নয়। যাবে না মাইক বাজানো।

তাপমাত্রার বৃদ্ধি, গরমের ছুটি নিয়ে জল্পনা শিক্ষামহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই মার্চেই রীতিমতো কাহিল অবস্থা। তাপমাত্রা যেভাবে ঊর্ধ্বমুখী তাতে বড়রাই নাজেহাল। সেখানে বাচ্চাদের অবস্থা যে কাহিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন উঠেছে যে, তাহলে এবছর আগে ভাগেই গরমের ছুটি পড়ছে কি না তা নিয়ে। জল্পনা শুরু হয়েছে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিকাশ ভবন তা নিয়েও। বিকাশ ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনই গরম নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন না তাঁরা। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে চায় বিকাশ ভবন। জেলাভিত্তিক রিপোর্ট পাওয়ার পরেই এ বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। সাধারণত গরমের ছুটি পড়ে ১২মে থেকে ২৩মে নাগাদ। এখনই একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মে মাসে পরিস্থিতি কোথায় পৌঁছবে, জেলায় জেলায় তাপপ্রবাহের তীব্রতা বাড়া নিয়েই আশঙ্কায় শিক্ষকেরা। আবার অন্যদিকে, লম্বা ছুটি পড়লে দ্বিতীয় সামেটিভ পরীক্ষার সিলেবাস শেষ হবে কী করে? চিন্তা রয়েছে তা নিয়েও। বর্তমানে বছরে তিনবার ক্লাস ভিত্তিক মূল্যায়ণ করা হয় পড়ুয়াদের। এপ্রিল, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে। ইতিমধ্যে স্কুলগুলিতে প্রথম সামেটিভের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পরীক্ষার পরই শুরু হবে উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের ক্লাস। স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, তাই গরমের ছুটি নিয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত চায় না রাজ্য সরকার। যদিও রাজ্যজুড়ে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ক্লাস নেওয়ার সময় সীমার বদল হবে কি না, তা নিয়ে বিভিন্ন জেলা থেকে রিপোর্ট জমা পড়ছে।

বুধবার কলকাতা পুরসভার ১১৪ ও ১৪২ ওয়ার্ডের সংযোগস্থল রামকান্তপুরে ২১ লক্ষ লিটার জলাধারের শুভ উদ্বোধন করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বরো ১১ ও বরো ১৬ -এর পৌর প্রতিনিধিরা। এই প্রকল্পে ব্যায় হবে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা।

'ভুল' চিকিৎসা, হাসপাতালে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগে বুধবার সন্ধেয় তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো নোয়াপাড়া থানার উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার যামিনী ভূষণ মেমোরিয়াল মেটারনিটি এন্ড জেনারেল হাসপাতালে। মৃতার নাম স্বপ্না বিশ্বাস (৩৮)। তাঁর বাড়ি নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়ার দেশবন্ধুনগরে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বেলায় প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে স্বপ্না দেবী ভর্তি হয়েছিলেন পুরসভার যামিনী ভূষণ মেমোরিয়াল হাসপাতালে। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, প্রসূতি বিভাগে অপারেশন চলাকালীন চিকিৎসক প্রসূতির নারি কেটে দেন। এর ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বিকেলে তাঁকে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ তুলে এদিন সন্ধেয় মৃতদেহ যামিনী ভূষণ মেমোরিয়াল হাসপাতালের সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখায় মৃতার আত্মীয় পরিজনরা। এই ঘটনাকে ঘিরে তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। চিকিৎসকের কঠোর শাস্তির দাবিতে মৃতার পরিজনরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। রাফ-সহ নোয়াপাড়ার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। যদিও মৃতার পরিবারের তরফে নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। মৃতার আত্মীয়া গীতা ঘোষ ও মৌসুমী নাথের অভিযোগ, সিজারে সন্তান প্রসবের সময় চিকিৎসক ভুলবশত নারি কেটে দিয়েছে। ফলত অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণ হয়েছে। হাসপাতালের পরিকাঠামো বেহাল। এমনকি হাসপাতালে রক্ত পর্যন্ত ছিল না। তাদের আরও অভিযোগ, জন্ম নেওয়া সন্তানকে এখনও পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেখতে দেয় নি।

বিদেশে মুখ্যমন্ত্রীকে অসম্মান, দেবাংশু কল্যাণকে কটাক্ষ কামারহাটির বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিদেশের মাটিতে মুখ্যমন্ত্রীকে 'অসম্মান' করার ঘটনায় ছাত্র যুবরা কোথায় প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যরা। প্রশ্ন তুলেছিলেন কোথায় প্রতিবাদ কর্মসূচি তা নিয়েও। দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে দেবাংশুর এই ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে। তাঁর স্পষ্ট প্রশ্ন, সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা দলের অপেক্ষা কেন করছেন বা কেন তাঁরা রাস্তায় নামছেন না সে ব্যাপারেও। এ নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই এবার নিজের অবস্থানটা স্পষ্ট করে দিলেন মদন মিত্র। এমনকী কেন 'প্রতিবাদ' হচ্ছে না তার ব্যখ্যাও দেন।

মদন বারবার বলছেন শৃঙ্খলার কথা। তাঁর কথায়, 'আমাদের দল একটা অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত পার্টি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ মিটিংয়ে বলেই দিয়েছেন তিনিই শেষ কথা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো সব

জায়গায় সার্কুলার দিয়ে বলছেন কোনটা করতে হবে কোনটা করতে হবে না। ফলে এখানে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে কী দলকে বিড়ম্বনায় ফেলব! পার্টি থেকে কোনও নির্দেশ নেই।' এদিকে দেবাংশু বলছেন, 'সব জায়গায় যদি সুব্রত বক্সি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা দলনেত্রীর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে থাকি তাহলে এটা মনে হয় সব সময় সঠিক নয়। কারণ, দল কোথাও বলেনি যে আমাদের নির্দেশের বাইরে কোনও অ্যাক্টিভিটি করতে পারবে না।' এদিকে শুধু কল্যাণ একা নয়, দেবাংশুর লাইনে হাঁটতে দেখা গেছে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কেও। তিনিও বলেন, 'আমারও মত একটাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আমাদের সব। তাঁকে অসম্মান করা হলে সঙ্গে সঙ্গে যদি মিছিল না বের করতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ না করতে পারি তাহলে কোথাও যেন একটা দুর্বলতার ছাপ থেকে যায়। তাই আমি মনে করি প্রতিবাদ করাটা উচিত।'

এদিকে দেবাংশুদের প্রসঙ্গ উঠতেই এদিন কামারহাটির বিধায়ক কটাক্ষের সুরে জানান, 'ওরা নিশ্চয় নেমেছিলেন তাই বলছেন। বিরাট বিরাট মিছিল করে দেবাংশু বা কল্যাণ নিশ্চয় রাস্তায় ছিল তাই ওরা বলতে পারে। যারা করেছে তাঁরা বলতে পারে। আমি তো করিনি। আমি কী করে বলব! আমি মনে করি মমতা বা নিদেনপক্ষে অভিষেকের নির্দেশ ছাড়া একজন ডিসিপ্লিনড পার্টি কর্মী হিসাবে আমি কিছু করতে পারি না।'

পূর্ব যাদবপুরের ফ্ল্যাটে দেহ উদ্ধার দম্পতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব যাদবপুরের এক অভিজাত ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল প্রৌঢ় দম্পতির ঝুলন্ত দেহ। ফ্ল্যাট থেকে একটি স্যুইসাইড নোট পাওয়া গেলেও ঘটনাটি আত্মহত্যা না খুন, তা নিশ্চিত হতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আপাতত দেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম দুলাল পাল (৬৬) ও রেখা পাল (৫৩)। তাঁরা মুকুন্দপুরে ছেলে ও বৌমার সঙ্গে একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। দম্পতির ছেলে-বৌমার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল না বলে জানাচ্ছেন তাঁদের মেয়ে। প্রতিবেশীরাও জানিয়েছেন একই কথা। ঘটনার দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারও সকালে তাঁদের সঙ্গে ছেলে-বৌমার ঝগড়াও হয় বলে খবর মিলেছে। পরে তাঁরা অফিসে বেরিয়ে যান। সকালের পর থেকে একাই বাড়িতে ছিলেন ওই দম্পতি। সন্ধের দিকে সাড়া-শধ পাওয়া না গেলে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ঢুকে দু'জনকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। ডাইনিং হলের ফ্ল্যানে ঝুলছিলেন দুলাল পাল ও বেডরুমে ফ্যান থেকে ঝুলছিলেন রেখা পাল। 'মৃত দম্পতির মেয়ের অভিযোগ, দাদা ও বউদি তাঁর বাবা-মায়ের ওপর অত্যাচার চালাতেন। হয় তাঁরাই খুন করেছেন অথবা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছেন।'

কলকাতা পুরসভায় ঢুকলো সাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরসভায় ফের দেখা মিলল সাপের। প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্টের ঘরে দেখা মিলল সাপের। শেষ পাওয়া খবরে তা এখনও সেখানেই রয়েছে। দরজা বন্ধ করে পরিস্থিতি কোনওমতে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন পুরসভার কর্মীরা। এরপরই খবর পাঠানো হয় বন দপ্তরকে। প্রসঙ্গত, পুরসভায় সাপের উপদ্রব নতুন নয়। এর আগেও চ্যাপলিন স্কোয়ারের দিকে একটি ব্যালকনিতে এবং তারপর আরেকবার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের ঘরে সাপ দেখা দিয়েছিল। পুরসভা সূত্রে খবর, এদিন দায়িত্বে থাকা কেয়ারটেকার সাতসকালে ঘর ঝাঁট দিতে এসে দেখেন, চেয়ারে একটি সাপ জড়িয়ে-পেঁচিয়ে রয়েছে। তাঁকে দেখামাত্র ফণা তুলে ফোঁস করে ওঠে। এরপর বিপদ বুঝে ওই কেয়ারটেকার বাকিদের ডেকে আনেন। তখন নিরাপত্তারক্ষীরা এসে প্রিন্টিং বিভাগের ওই রুম তালাবন্ধ করে দেন।

নির্দিষ্ট সময়ে ফ্ল্যাট না মেলায় সুদ-সহ টাকা ফেরতের নির্দেশ ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এবং যে এলাকায় ফ্ল্যাট চেয়েছিলেন গড়িয়ার মজুমদার পাড়ার মান্না দম্পতি তা না মেলায় নির্মাণকারী সংস্থাকে ৭০ দিনের মধ্যে আট শতাংশ সুদ সমেত পুরো টাকা ফেরতের নির্দেশ দিল ক্রেতা সুরক্ষা আদালত।

সূত্রে খবর, প্রায় বছর দশেক আগে ঠিক করেছিলেন একটা ফ্ল্যাট কিনবেন। বাইপাসের ধারে সদ্য কাজ শুরু হওয়া একটি নির্মীয়মাণ আবাসনে ফ্ল্যাট নেবেন বলে ঠিক করেন তাঁরা। সেই মতো ফ্ল্যাটের অগ্রিম বাবদ প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা দেন সল্টলেক সেক্টর ফাইভের এক নির্মাণকারী সংস্থাকে। তিন বছরের মধ্যে ফ্ল্যাট দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অভিযোগ, নির্দিষ্ট সময় পার করে গেলেও ফ্ল্যাট পাননি ওই দম্পতি। শুধু ফ্ল্যাট পাননি তা নয়, যে প্রকল্প এলাকায় ওই ফ্ল্যাট দেওয়ার কথা ছিল, সেই প্রকল্পই হয়নি বলে অভিযোগ। সেখানে অন্য প্রকল্প শুরু হয়। এদিকে ফ্ল্যাটের বুকিং বাবদ যে টাকা তাঁরা দিয়েছিলেন তা ফেরতও দিচ্ছিল না ওই সংস্থা। এ দরজা-ও দরজা ঘুরে অবশেষে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের দ্বারস্থ হন ওই দম্পতি। মামলাও করেন। এরপরই সুদ সহ টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয় ক্রেতা সুরক্ষা আদালত। এদিকে ক্রেতাসুরক্ষা দপ্তরসূত্রে খবর, ই এম বাইপাসের উপর গড়িয়ার কাছে 'আনন্দ ধারা' নামে একটি বহুতল আবাসন তৈরির কথা ছিল সল্টলেক সেক্টর ফাইভের ওই নির্মাণকারী সংস্থার। সেখানে একাধিক টাওয়ার তৈরির কথা ছিল। তার মধ্যে এক নম্বর টাওয়ারের ১০ তলায় ১৯১৫ স্কোয়ারফিটের একটি ফ্ল্যাট বুক করেছিলেন ওই দম্পতি। ৩৩৪১ টাকা প্রতি স্কোয়ার ফিটের দাম ছিল। গ্যারাজ সমেত ফ্ল্যাটের দাম হয়েছিল ৬৩,৯৮,০১৫ টাকা। বুকিয়ের সময় ১২,৭৯,৬০৩ টাকা তিনটি পৃথক চেকের মাধ্যমে ওই নির্মাণকারী সংস্থাকে দেন অভিযোগকারী। ঠিক ছিল, তিন বছরের মধ্যে ফ্ল্যাট হ্যান্ডওভার করবে ওই বহুতল নির্মাণকারী সংস্থা। কিন্তু তিন বছরে হয়ে গেলেও ফ্ল্যাট দেওয়ার কোনও লক্ষণই ছিল না ওই সংস্থার। এরপরই ক্রেতাসুরক্ষা দপ্তরে ২০১৮ সালে মামলা করেন ওই গড়িয়ার ওই দম্পতি। অবশেষে গত ২১ জানুয়ারি আদালত নির্দেশ দেয় ওই নির্মাণকারী সংস্থাকে আট শতাংশ সুদ সমেত ১২,৭৯,৬০৩ টাকা ফেরত দিতে হবে। তাও ৭০ দিনের মধ্যে। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করা এটা নতুন কিছু নয়। এরকম প্রায়ই অভিযোগ আসে। যতটা সম্ভব মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। না হলে আদালতে। দপ্তরের কর্তাদের কথায়, মানুষ নানাভাবে প্রতারিত হন। তখনই তাঁরা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে আসেন যাতে সুরাহা পাওয়া যায়, ক্ষতিপূরণ মেলে।

পাওয়ার কাট, মোবাইলের আলোয় রায় লিখলেন বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার ঘড়ির কাঁটায় ১২টা ৪৯ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড। আচমকাই আঁধারে ঢাকে কলকাতা হাইকোর্ট। অন্ধকার নামে এজলাসেও। ফলে থমকে যায় বিচারপ্রক্রিয়া। শুধু এজলাসই নয়, বন্ধ হয়ে যায় একাধিক লিফট, এস্কেলেটর। মাঝপথে এভাবে লিফট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আটকে পড়েন আইনজীবী ও মামলাকারীরা। তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে জানা যায়, হঠাৎই পাওয়ার কাটের জেরে হাইকোর্টের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারই জেরে এই বিপত্তি। আদালত সূত্রের খবর, সেই সময় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের মিথিলাসে চলছিল একটি মামলা। আচমকা লোডশেডিংএ পুরো ঘর অন্ধকার হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগান এজলাসে হাজির থাকা আইনজীবীরা। প্রায় ৫০ জন আইনজীবীর মোবাইল ফোনের আলোতে ঝলমল করে ওঠে আদালত কক্ষ। মোবাইল ফোনের সেই আলোতে মামলার রায় লেখেন বিচারপতি। কয়েক মাস আগেও একবার লোডশেডিং এর ঘটনা ঘটেছিল কলকাতা হাইকোর্টে। তবে সেবারে নির্দিষ্ট একটি অংশে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। এবারে সমগ্র আদালত চত্বরের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যা এক কথায় নজির বিহীন। প্রসঙ্গত, মার্চের শুরু থেকেই এবারে তীব্র তাপদাহ রয়েছে। তারই জেরে উত্তরোত্তর বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা। বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে সে কারণেই আচমকা, কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিপর্যয় হয়েছে। তারই প্রভাব পড়েছে কলকাতা হাইকোর্টেও।

সম্পাদকীয়

উদ্বাস্তু পরিবারের অন্তরের ব্যথার কথা কি জানেন রাজনৈতিক নেতারা?

ভারতীয় ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা কিংবা পঞ্জাব সীমানা বরাবর পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তু সমস্যাকে কোনও ভাবেই দক্ষিণ আমেরিকা অথবা উত্তর আফ্রিকার উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে এক করলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে, দেশভাগ জনিত কারণে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এবং পঞ্জাব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত সঙ্কট অথবা অসুবিধা দেখা গিয়েছে, তা মূলত সাম্প্রদায়িক। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষটিকে আমরা সমূলে উৎপাটন না করে সযত্নে লালনপালন করে একেবারে মহীরুহে পরিণত করে ফেলেছি। সহাবস্থানের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে উঠতে পারত, সে কথা আমরা বেমালুম বিস্মৃত হয়ে একে অন্যের শত্রুতে পরিণত হয়েছি। যে মানুষটি সর্বস্ব হারিয়ে অজানা পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কস্মিন্ কালেও যাঁর মধ্যে ছিল না জাতপাতের দ্বন্দ্ব, তাঁরও মনে বিষ ঢোকাচ্ছে রাজনৈতিক কারবারিদের কুচক্র। ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা উদ্বাস্তু পরিবারের অন্তরের ব্যথার কথা কি জানেন রাজনৈতিক নেতারা? হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যতটা সরব, আমরা কি এক বারও ততটা সরব তাঁর পতনের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে? যে রাজনৈতিক গোষ্ঠী পূর্ণ জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল, তার জনসমর্থন ছয় মাসের মধ্যে কর্পূরের মতো উবেই বা গেল কেন? এটাই কি গণতন্ত্র? এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে ইউনূস সরকার? ভারতীয় ভূখণ্ডের অংশ হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা পর্যায়ে বাংলাদেশের ভূমিকা রয়েছে, তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। তবুও পূর্ব পাকিস্তান পর্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন ভুলে রাজনৈতিক কারবারিদের হীন স্বার্থের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমরা। বৈরিতার মুখোমুখি হয়ে এত দিনের অন্তরের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে পারিনি। ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আসেনি। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হয়তো কখনও এগিয়ে এসে রাজনীতি আর ধর্মকে আলাদা করবেন, এই আশাটুকু বেঁচে থাকুক।

দুর্নীতিতে জীবন কাটছে

তন্ময় কবিরাজ

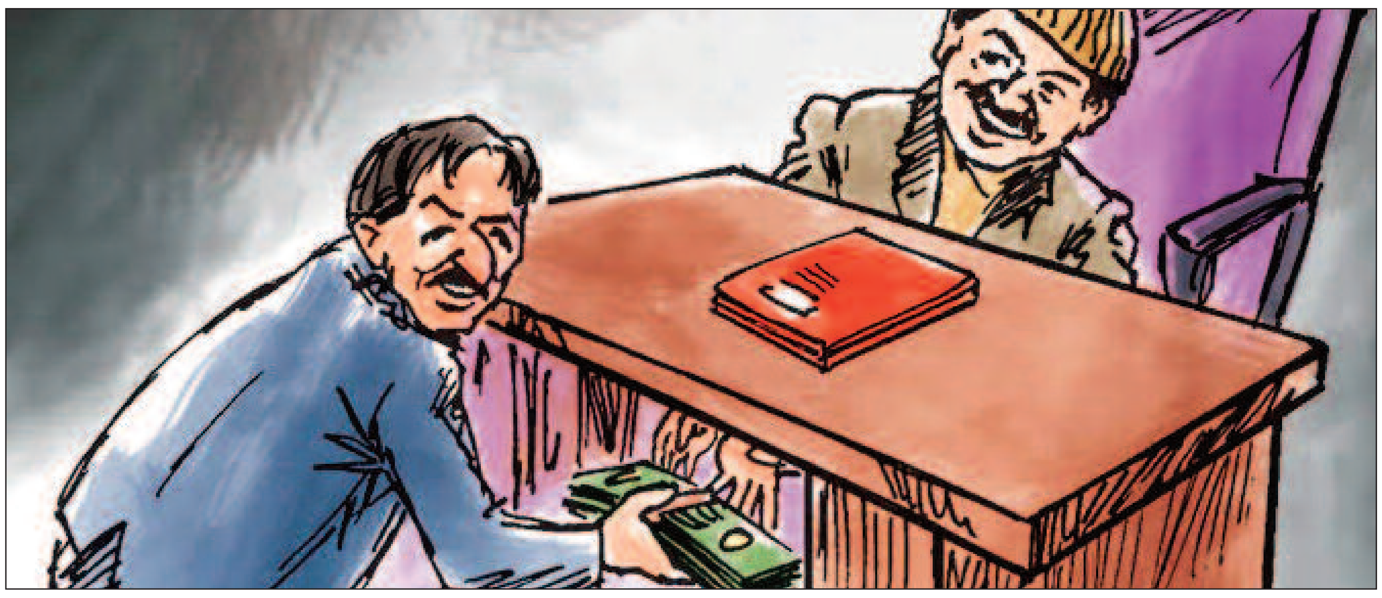

দুর্নীতি। এখন একটা সস্তা শব্দ। দুর্নীতি দেখে মানুষ আর আতঙ্কিত হয়না। বরং অবাক হয়ে দেখে,কে কত বড়ো রকমের দুর্নীতি করছে। চারদিকে দুর্নীতির প্রতিযোগিতা চলছে।মানুষ তাই এক প্রকার দুর্নীতির প্রতিবেশী হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। দুর্নীতির মধ্যেই মানুষ স্বপ্ন দেখে পরিবর্তনের। পরিবর্তন আসেও,তবে সেটা রাজনীতির পালাবদলের। শাসকের পর শাসক বদল হয়,নেতা মন্ত্রী ভোটের সময় কতো বুলি আওড়ান কিন্তু দুর্নীতি কমে না, বরং বাড়ে। যতো নেতা মন্ত্রীরা সৎ হবার প্রতিশ্রুতি দেন, ততোই যেন দুর্নীতি বেড়েই চলছে। এ যেন ব্যাস্তনুপাতিক সম্পর্ক। যিনি দুর্নীতিমুক্ত হবার ডাক দিচ্ছেন তিনি নিজেই দুর্নীতির সঙ্গে অভিযুক্ত। এসবই এখন ট্রেন্ড, ভিউয়ারস বেশি। ক্ষমতা, নীতিহীনতা, দুর্নীতি এসব নিয়েই প্রশাসন চলছে,উন্নয়নের ফানুস উড়ছে চারদিকে।সাধারণ মানুষ খালি চোখে সে উন্নয়ন নাও দেখতে পারে, শাসক বলতেই পারে আমি অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাই না,আমি অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে এগিয়ে রেখে বিশ্বে দাপিয়ে বেড়াবো। শাসক যতই খারাপ কাজ করুক সে কিন্তু প্রচার এমন করবে তাতে যত খারাপই হোক নিজেকে সৎ প্রমাণ করেই ছাড়বে। আর সেই প্রচারের বুঁদ হয়ে মানুষও বোকা হয়ে যাবে। মানুষ যতই শিক্ষিত হোক, রাজনীতির কাছে সে নেহাতই শিশু। এখন মিথ্যা কথা বলা, মুখ খারাপ করা, ব্যক্তিগত আক্রমণ করাটাই ফ্যাশন, তা তিনি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হোন বা প্রবীন অধ্যাপক। পাবলিকের সামনে গা গরম করা দু চারটে খারাপ কথা না বললে পাবলিক জানবে কেমন করে তাদের নেতা কেমন ভদ্রলোক!রাজনীতিতে এসব চলতেই থাকে।নেতা তো সোনার আংটি, বেঁকা হলেও ক্ষতি নেই।তাই বিবাহ বিচ্ছেদের পরে একসময়ের স্বামী স্ত্রী একে অপরকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে। এসব হবে জেনেও দল তাদেরকেই প্রার্থী করে আর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি দেখে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যখন ইডি, সিবিআইকে বলছে অপরাধ প্রমানিত না হওয়া অব্দি ব্যক্তি সম্মান রক্ষা করতে হবে তখন বর্তমান রাজনীতিতে ব্যক্তি আক্রমণই প্রধান লক্ষ্য। বাংলার সংস্কৃতিতে নতুন সংযোজন। আসলে রাজনীতিতে নৈতিকতার কথা মুখে বলতে হয় কিন্তু সেই নৈতিকতা নিজে মেনে চলতে নেই। অন্য কেউ চুরি করলে চোর কিন্তু নিজে করলে সাধু, কিংবা চক্রান্ত। পারলে ডিগবাজি খেয়ে অন্য দলে ভিড়ে যাও। দেখবে তখন সাত খুন মাফ। সাধারণ মানুষের কাছে নেতাদের ভদ্রতা, সহনশিলতা শেখা উচিত। নেতারা এতো নোংরামো করে বেড়ায় তারপরও সমাজ যে এখনো সুস্থ আছে সেটা সাধারণ মানুষের কৃতিত্ব। সাধারণ মানুষের হাতে ফালতু জিনিস নিয়ে ভাবার সময় নেই, তাদের কিভাবে সংসার চলবে তারা সেই নিয়েই চিন্তিত। এসব নেতাদের নিয়ে যদি জীবনী লিখতে হয় তাহলে ছাত্ররা যে কি লিখবে সেটাই দেখার। নেতারা মাঝে মধ্যে কুকথার জন্য ক্ষমাও চান, তবে সেই ভুল আবার করেন। তাই ক্ষমার দাম থাকে না। ২০২৩ সালের তথ্য বলছে,১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ দুর্নীতির তালিকায় ৯৩ তম স্থানে। অধ্যাপক মরিস দুর্নীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, দুর্নীতি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অবৈধ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার।তবে আজকের দিনে দুর্নীতি আর ব্যক্তিগত জায়গায় নেই। দুর্নীতি এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে।সমাজের উঁচু তোলা থেকে নিচু তোলা সবাই দুর্নীতির মধ্যে ডুবে গেছে। দুর্নীতির সুবিধা পাওয়াটা একটা সামাজিক অধিকারে পরিনত হয়েছে। আসলে জবাবদিহি করার ভয় নেই,তাই যা খুশি তাই কর। সংগঠনের জোর থাকলে ভোট প্রহসন হয়ে যাবে। এক সবজি বিক্রেতা সেদিন বলছে, 'আমরা তো খেটে খেতে পারি, নেতারা তো আর খেটে খেতে পারবে না তাই মিথ্যা বলেই দিন কাটায়।' আগে মিডিয়ার সামনে নেতারা আসতো প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলত।এখন সে মিডিয়াও পক্ষপাতদুষ্ট। শাসকের মিডিয়া তো আর সাধারণের কথা বলবে না।বরং মেয়েটা মারা গেলো সেটা তাদের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন মেয়েটি বিরোধী দলের। দুর্নীতির কবলে পরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শেষ হয়ে গেলো,সমাজে অবিশ্বাসের জন্ম হলো,কেউ সে কথা মনে রাখলো না,সবাই আইপিএলের মজাতে ডুবে আছে!কতো প্রতিভাকে হারালাম,কেউ হয়তো সমাজের মূল স্রোতে আসতেই পারলো না। কারন সবার রাজনীতির সাপোর্ট থাকে না, দুর্নীতিতে টাকা ঢালার ক্ষমতা নেই। মানুষ বুঝে গেছে, সাফল্যের সিঁড়ি অতিক্রম করতে হলে দুর্নীতির সঙ্গে দোস্তি করতে হয়। পরিস্থিতি এমন কেউ যদি সৎভাবেও কিছু অর্জন করে, মানুষ তাতেও দুর্নীতির গন্ধ পায়। এই রাজনীতি মানুষের মনকে এতোটাই বিষিয়ে দিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য,চাকরি,মেধা, পরিষেবা— সর্বত্র দুর্নীতি। মধ্যমেধার বিকাশ চলছে,কারন তারা শাসকের অনুগত হতে পারবে। দুর্নীতির সঙ্গে প্রতিভার অসম লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছে প্রতিভা। সমাজ থেকে জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বাসযোগ্য সমাজকেই সে বসবাসের অযোগ্য বলে মনে করছে,সমাজকে সে সন্দেহ করছে।তাই তার মনেও তৈরি হচ্ছে ছিনিয়ে নেবার মানসিকতা।সমাজে সৎ লোকের যে অভাব তা নয়,সমাজে সৎ লোকেদের প্রথম সারিতে আনা হয়না। তারাই সমাজের প্রথম সারিতে থাকবে যারা শাসকের ইয়েস ম্যান। তারা সাধারণ মানুষের ব্রেইন ওয়াশের কাজ করবে।মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। এইসব দুর্নীতি থেকে এখনই পালাবার কোনো রাস্তা নেই।এটা ক্যান্সার। অনেকে বলেন,মানুষের চেতনার বিকাশ হলে সব দুর্নীতির অবসান ঘটবে।কিন্তু তা ভুল। এসব চেতনা -টেতনা কিছু আঁতেল আছে, যাদের নিজেদের চেতনার বিকাশ হয়নি, বা শাসকের কাছে নিজেকে বিক্রী করেছে কারন চেতনার বিকাশ মুখে বললেই হয়না, এটা মাধ্যমিক পরীক্ষার রচনার শেষ লাইন নয়, এটা একটা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি। তাই শাসকের শোষণ যত বাড়বে জীবন ততো দুর্বিষহ হয়ে যাবে। এখনও যে মানুষ সহ্য করছে কাল সে সহ্য করবে না, তখনই সে শাসকের এই সিস্টেম বয়কট করবে, যেমন করোনার সময় সব নিয়ম তুচ্ছ করে জীবনের জন্য মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। তথাকথিত চিন্তাবিদরা ইতিহাস পড়লেও ইতিহাসকে বোঝেন না।মানুষ কিন্তু সব দেখছে,মানুষ জানে তার পাশে কেউ নেই।দিন কিন্তু ঘুরবেই। নবারুণ ভট্টাচার্য্যকে মনে পড়ে, যারা লাথি মারে ইতিহাস তাদের মুছে ফেলে, যারা লাথি খায় তারা হাত মুঠো করে উঠে দাঁড়ায়।

হালখাতা আসলে বাংলা নববর্ষের এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ ও বাঙালির ঐতিহ্য

এস ডি সুব্রত

চৈত্র সংক্রান্তির পরের পয়লা বৈশাখ থেকে বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে নতুন বছর শুরু হয়। বাংলার ব্যবসায়ীরা নববর্ষের প্রথম দিনটাকে হালখাতা হিসেবেও পালন করে থাকেন। তার সঙ্গে দোকানে লক্ষ্মী-গণেশের পুজো ও ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। তাই বাংলা নববর্ষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে হালখাতা। বাঙালির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এই হালখাতা।

হালখাতা শব্দটা শুনলেই মনে হয় একটা লাল রঙের মোটা খাতা। কিন্তু শুধু একটা খাতাতে হালখাতা শব্দের মাহাত্ম্য শেষ হয়ে যায় না। হালখাতা একটা ঐতিহ্য। হালখাতা একটা রেওয়াজ। হালখাতা একটা উৎসব। অনেক ব্যবসায়ীরা এখনো লাল সালুতে মোড়ানো হালখাতা ব্যবহার করেন। পুরান বছরের হিসাব চুকিয়ে নববর্ষে নতুন খাতা খোলা হয়। সময়, সুযোগ আর পরিবেশ মিলে যোগ-বিয়োগ ঘটে অনেক ঐতিহ্যের। কিছু ঐতিহ্যের শিকড় এত গভীরে যে আধুনিকতার শত ঝাঁপটায়ও টিকে থাকে প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো। বাঙালি চির ঐতিহ্য এই হালখাতা। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী এই উৎসব পালনে আড়ম্বরতায় ভাটা পড়েছে বটে, তবে তা টিকে আছে স্বমহিমায়। বাংলা নববর্ষে অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবেই আসে 'হালখাতা'। বাংলা সন চালু হওয়ার পর নববর্ষ উদযাপনে নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে হালখাতা দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেনাদার ও পাওনাদারের মধ্যে বিশ্বাস, আস্থা ও গভীর সম্পর্কের প্রকাশ ঘটত হালখাতার মাধ্যমে। এটা ছিল সৌজন্য প্রকাশের এক ঐতিহ্য। চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সব বকেয়া পরিশোধ করা এবং পরবর্তী দিন পয়লা বৈশাখে ভূমির মালিক ও ব্যবসায়ীরা তাঁদের প্রজা ও পণ্য ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে নতুন বছরের হিসাব শুরু করতেন। বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলা সন চালু হওয়ার পর নববর্ষ উদ্‌যাপনে নানা আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান ছিল 'হালখাতা'। অনুষ্ঠানটি করতেন ব্যবসায়ীরা। কৃষিভিত্তিক সমাজ ফসল বিক্রি করে হাতে নগদ পয়সা পেত। পাট ছিল নগদ পয়সার উৎস। ফসলের মৌসুমে ফসল বিক্রির টাকা হাতে না এলে কৃষকসহ প্রায় কেউই নগদ টাকার মুখ খুব একটা দেখতে পেতেন না। ফলে সারা বছর বাকিতে জিনিসপত্র না কিনে তাদের কোনো উপায় ছিল না। পহেলা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে তাঁরা দোকানিদের বাকির টাকা মিটিয়ে দিতেন। অনেকে আংশিক পরিশোধ করেও নতুন বছরের খাতা খুলতেন। তারা পণ্য বাকিতে বিক্রি করতেন। সবাই সবাইকে চিনতেন বলে বাকি দেওয়ার বিষয়ে দ্বিধা থাকত না। টাকা কেউ মেরে দেবে না বলেই বিশ্বাস করতেন তাঁরা।এর আগে পহেলা বৈশাখে নবাব ও জমিদারেরা 'পুণ্যাহ' উৎসব পালন করতেন বলে জানান শামসুজ্জামান খান। তিনি বলেন, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায়। মুর্শিদাবাদের নবাবদের পাশাপাশি বাংলার জমিদারেরাও এ অনুষ্ঠান করতেন। প্রজারা ওই দিন এসে খাজনা মিটিয়ে দিতেন এবং মিষ্টিমুখ করে যেতেন।

শামসুজ্জামান খান বলেন, এখন মানুষের হাতে নগদ অর্থের অভাব নেই। এখন আর আগের মতো পরিস্থিতি নেই। সমাজের বিশাল বিবর্তন ঘটেছে। গ্রাম-বাংলার জনজীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। কেউ কাউকে চেনেন না। কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে সরে গিয়ে নগরভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছে, শিল্প বিকশিত হচ্ছে। সবার হাতে কম-বেশি নগদ অর্থ আছে এখন। তাই হালখাতা পালনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান সময়ে আগের চেয়ে হালখাতার উদযাপন অনেকটাই কমে এসেছে। আগে অনেক দোকানী হালখাতা উপলক্ষ্যে রীতিমত নিমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়ে উত্‌সবের আয়োজন করতেন। এখন বিভিন্ন অ্যাপ ও অনলাইন শপিং-এর কারণে হালখাতার সেই আগেকার দিনের জৌলুস কমে এসেছে। কম্পিউটারেই ব্যবসার হিসেব রাখেন বেশিরভাগ দোকানীরা। তাই খাতার ব্যবহারও কমে গিয়েছে অনেকটাই। তবু নববর্ষের প্রথম দিনে দোকান পরিষ্কার করে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে, লক্ষ্মী গণশের পুজো করা হয়ে থাকে। তার সঙ্গে থাকে ক্রেতাদের জন্য সামান্য হলেও মিষ্টিমুখের আয়োজন ও একটা অন্তত বাংলা ক্যালেন্ডার। ইতিহাস বলছে মোঘল সম্রাট আকবরের আমল থেকে পয়লা বৈশাখের উদযাপনের প্রথা শুরু হয়। সেই সময় থেকেই দোকানে দোকানে ব্যবসার হিসেব করার জন্য শুরু হয় হালখাতার প্রথা। হাল মানে নতুন, হালখাতা অর্থাত্‌ নতুন খাতা। পুরনো বছরের সব হিসেব মিটিয়ে নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই শুরু হয় নতুন খাতায় হিসেব-নিকেশ করা। মোঘল আমলে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে প্রজারা খাজনা পরিশোধ করতেন এবং বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতেন জমিদাররা।

কোন কোন ইতিহাসবিদের মতে ,মোগল আমলে খাজনা আদায় করা হতো হিজরি বর্ষপঞ্জি অনুসারে। কিন্তু হিজরি বর্ষপঞ্জি চন্দ্র মাসের হিসাবে চলার কারণে এখানে কৃষি খাজনা আদায়ে অসুবিধা হতো। খাজনা আদায়ের শৃঙ্খলা আনা ও প্রজাদের অনুরোধে মোগল সম্রাট আকবর বিখ্যাত জ্যোতিষবিদ আমির ফতেহউল্লাহ সিরাজীকে বাংলা সালের সংস্কার আনার নির্দেশ দেন। তিনি সেই নির্দেশ অনুসারে হিন্দু সৌর ও হিজরি পঞ্জিকা বিশ্লেষণ করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম নির্ধারণ করেন। বাংলা সালের ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে জানা না গেলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত মনে করেন ১৫৫৬ সাল বা ৯৯২ হিজরিতে মোগল সম্রাট আকবর বাংলা সন চালু করেন। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, আকবর সর্বভারতীয় যে ইলাহী সন প্রবর্তন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই বাংলায় আকবরের কোনো প্রতিনিধি বা মুসলমান সুলতান বা নবাব বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সে জন্য একে 'সন' বা 'সাল' বলা হয়। 'সন' কথাটি আরবি, আর 'সাল' হলো ফারসি। প্রথমে এ সালের নাম রাখা হয়েছিল ফসলি সন, পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা নববর্ষ হিসেবে পরিচিতি পায়। এরপর চৈত্র মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তিতে জমিদারি সেরেস্তারা প্রজাদের কাছ থেকে কৃষি ও রাজস্ব কর বা খাজনা আদায় করতেন। এ সময় প্রত্যেক চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সব খাজনা, মাসুল বা কর পরিশোধ করা হতো। এর পরের দিন পয়লা বৈশাখে ভূমির মালিকেরা নিজেদের অঞ্চলের প্রজা বা অধিবাসীদের মিষ্টি, মিষ্টান্ন, পান-সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। একই ধারাবাহিকতায় ১৬১০ সালে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্দেশে ঢাকায় সুবেদার ইসলাম খান চিশতি তাঁর বাসভবনের সামনে প্রজাদের শুভ কামনা করে মিষ্টি বিতরণ ও উৎসবের আয়োজন করতেন। খাজনা আদায় ও হিসাব নিকাশের পাশাপাশি চলত মেলা, গান বাজনা ও হালখাতা অনুষ্ঠান। পরবর্তী সময় ব্রিটিশ আমলে ঢাকায় মিটফোর্ডের নলগোলার ভাওয়াল রাজার কাচারিবাড়ি, ফরাশগঞ্জের রূপলাল হাউস, পাটুয়াটুলীর সামনে প্রতিবছর পয়লা বৈশাখে পুণ্যাহ অনুষ্ঠান হতো।অতীতে হালখাতা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হতো তালপাতায় পত্র লিখে। কালক্রমে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। মানুষ তালপাতা ছেড়ে কাগজে লিখতে শুরু করেছে। এক সময় দেখা গেছে কাগজে হাতে-লেখা পত্র পাঠিয়ে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে। তারপর দূরদূরান্তে দাওয়াত পৌঁছাতে পোস্টকার্ড ব্যবহার করা হতো। পোস্টকার্ডে হাতে লিখে বা লেটার প্রেসে ছেপে দাওয়াত দেওয়া হতো। হালে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুদ্রিত দাওয়াতপত্র পাঠিয়ে দাওয়াত দেওয়া হয়। আগে ব্যবসায়ীরা হিসাব লেখার কাজে ব্যবহার করতো খেরোখাতা। খেরোখাতা হলো লাল রঙের মোটা কাপড়ে বাঁধাই করা এক রকম খাতা। এ খাতা ঢাউস আকৃতির। তবে প্রশস্ত কম, কিন্তু লম্বাটে। তখন হালখাতার জন্য এ ধরনের খাতা ব্যবহার হতো। এখনো অনেক ব্যবসায়ী দৈনন্দিন কেনাবেচার হিসাব রাখতে এ ধরনের খাতাই ব্যবহার করে। তবে প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে। এখন আর হিসাব রাখতে খেরোখাতার দরকার হয় না। বড় বড় ব্যবসায়ীরা হিসাব রাখে কম্পিউটারে । টিকে থাকুক বাঙালির ঐতিহ্য হালখাতা ।

শব্দবাণ-২৩৭

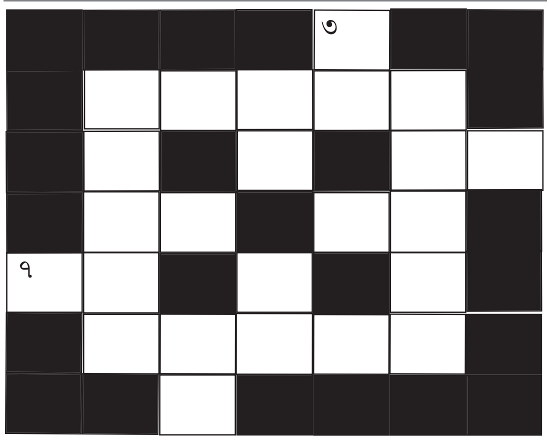

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. আঁচিল ৫. অন্ত, সীমা ৬.শিব ৭ .মুগুরজাতীয় অস্ত্র ৮. কেরোসিন ডিবে ১০. তারপর।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বর্ণ ২. উপস্থাপন করা হয়েছে এমন ৩. অর্থ ৪. বণিক, বড়ো ব্যবসায়ী ৯. জ্ঞান ১১. সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ আলংকারিক ও লেখকবিশেষ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৩৬

পাশাপাশি: ১. পাতশা ৩. গোমেদ ৫. রসিত ৬. ঘট্টন ৭. ঠাকুর ৯. চালতা ১১. দিঘল ১২. নম্বর।

উপর-নীচ: ১. পাথর ২. শাশ্বত ৩. গোবাঘ ৪. দর্শন ৭. ঠানদি ৮. রসাল ৯. চাপান ১০. তাসের।

জন্মদিন

আজকের দিন

জয়া প্রদা

১৯০৩ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনিবেন প্যাটেলের জন্মদিন।
১৯৫৫ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হরিহরনের জন্মদিন।
১৯৬২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জয়া প্রদার জন্মদিন।

আনন্দকথা

"মা আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব।"

ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইতেছে। গাজীপুরের নীলমাধববাবু ও একজন ব্রাহ্মভক্ত পওহারী বাবার কথা পাড়িলেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি) — মহাশয়, এঁরা স পওহারী বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজীপুরে থাকেন। আপনার মতো আর-একজন।

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈশ্বর হাস্য করিলেন।

ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি) — মহাশয়, পওহারী বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া, নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'খোলটা'।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গমাতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।
(গীতা — ৫/৫) *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ডাম্পারের ধাক্কা বাইকে, পথ দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৪ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, জঙ্গিপুর: মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে এক শিশু। মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ফরাক্কা থানার জামিয়া কাটান এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতদের নাম এজাজ শেখ, তৌহিদ শেখ, জাহুল শেখ ও আসিফ শেখ। সকলের বাড়ি ফরাক্কা থানার মহাদেবনগর। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তিনজনের। শিশুর মৃত্যু হয় হাসপাতালে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইক চালিয়ে যাওয়ার পথে সামশেরগঞ্জ থানা এলাকায় ১২ জাতীয় সড়কে ডাম্পারটি বাইকের পেছন থেকে ধাক্কা মারে। ডাম্পারের ধাক্কায় তারা বাইক থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তখন তাদের উপর দিয়ে ডাম্পারের চাকা চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন রাত আটটা নাগাদ ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত হয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ওই শিশুকে ভর্তি করা হয়। পরে সেখানেই শিশুর মৃত্যু হয়। এলাকাবাসী পুলিশকে দেহ উদ্ধারের বাধা দেয়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বাইক নিয়ে ডাকবাংলা দিক থেকে ফারাক্কার দিকে যাওয়ার পথেই পেছন থেকে ধাক্কা মেরে পিষে দেয় ডাম্পারটি। ইতিমধ্যেই ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে ডাম্পারের চালক খালাসি পলাতক।

ফরাক্কার এসডিপিও আমিনুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় মানুষ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মৃতদেহ তুলতে বাধা দিয়েছিল। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

‘১৫ আগস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশের জাতীয় পতাকা তুলতে দেওয়া উচিত নয়’

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ‘১৫ আগস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশের জাতীয় পতাকা তুলতে দেওয়া উচিত নয়।’ এমনই বিতর্কিত মন্তব্য সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামির, মমতার কথা শুনে বলবেন যে পুলিশরা তাদের মমতার দুধেল গাইদের লাথি খেতে হবে বলেও বিতর্কিত দাবি করেন তিনি। বিধায়ককে পালটা কটাক্ষ শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী পুরশহরের হাড়ি হাটতলায় বিজেপির একটি পথ সভাতে অংশ নেন সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি। সেখানেই মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি। প্রকাশ্যে মাইক নিয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, পশ্চিমবঙ্গ মানুষের উচিত ১৫ই আগস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পতাকা তুলতে দেওয়া উচিত নয়। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যারা সমর্থন করবে তাদের কেউ পতাকা ধরতে দেওয়া উচিত নয়।

এছাড়াও তিনি বলেন, ‘মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনে বলবেন যে পুলিশরা সেই পুলিশকেই মমতার দুধেল গাইদের কাছে লাথি খেতে হবে। অনেক জায়গায় খেয়েছে আগামী দিনেও খাবে আমরা সেটা প্রকাশ্যে দেখতে পাচ্ছি। তাই বলব আপনারা সতর্ক হোন পরিবর্তন আনুন। এখানে সব ধর্ম সমান ভাবে বসবাস করবে তার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।’

এনিয়ে বিজেপি বিধায়ককে তীব্র কটাক্ষ করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিধায়কের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বিধায়ককে বলব একটা ভালো সাইক্রিটিস্ট দেখাতে। উনি যা কিছু বললেই মানুষ মেনে নেবে। কয়েকটা মাস যেতে দিন ওনার দিন শেষ হয়ে এসেছে উনি প্রাক্তন হবেন।

মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও তার পুত্র সিঙ্গুরের রতনপুরের বাড়ির পাশের মন্দিরে দেশের ও সাধারণ মানুষের মঙ্গল কামনায় শ্রী শ্রী ১০৮ রুদ্র মহাযজ্ঞ পুজোয় অংশগ্রহণ করেছেন। উপস্থিত ছিলেন। তার স্ত্রী হরিপালের বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্না সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

২৫০০ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার সহ পাঁচ জন দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার পুরশুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানার সাফল্য। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, ২৫০০ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে পুলিশের রাউন্ড চলাকালীন পুরশুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গোপন সূত্রে খবর পান কিছু অসাধু কারবারী চারচাকা গাড়ি করে প্রচুর পরিমাণে চোলাই মদ নিয়ে পাচার করছে। সেই মোতাবেক থানার ওসি শুভ্রজিৎবাবু সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিকগণের প্রচেষ্টায় আটক করা হয় দুটি সন্দেহজনক গাড়ি। তল্লাশি করে প্রচুর পরিমাণ চোলাই মদ উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার করা হয় মোট ৫ জন চোলাই পাচারকারীকে। বাজেয়াপ্ত করা হয় প্রায় ২৫০০ লিটার চোলাই মদ। ধৃতরা হলেন, পরমেশ্বর মাহাতে (২১), সুমন

অধিকারী (২৪), শ্রীকান্ত গোঁর (৪৮), রাজু বাগ (২৪), মানিক সাঁতরা (২৬)। এদিন পুরশুড়া থানার পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে এদের গ্রেপ্তার করার পর ৫ জন অসাধু কারবারীকে বুধবার আরামবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করে। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান, গোপন সুত্রে খবর পেয়ে পুলিশ থানার পুলিশ অভিযান চালায়। ভবিষ্যতেও এই ধরনের বেআইনি মদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার উদ্যোগে করিমপুরে প্রথম সিগনালিং ব্যবস্থার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার করিমপুরে এই প্রথম তৈরি করা হল ট্রাফিক সিগন্যাল। এদিন ট্রাফিক সিগনালের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। তবে এই ট্রাফিক সিগন্যালের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে আরও এক অভিনব উদ্যোগ নেয় ট্রাফিক পুলিশ। বিনামূল্যে আয়োজন করা হয় চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের। উদ্বোধন করেন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারকে অমরনাথ। জানা গিয়েছে, নদিয়ার করিমপুরে এই প্রথম ট্রাফিক সিগন্যাল তৈরি করা হয়। বিগত দিনে করিমপুর রাজ্য সড়কে যেভাবে দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের এই উদ্যোগ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ট্রাফিক সিগন্যাল হওয়ার কারণে অনেকটাই দুর্ঘটনা রোধ হবে। অন্যদিকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেকেই এসেছেন জেলা পুলিশ আয়োজিত চক্ষু এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে।

৭ বছরের কন্যা সন্তানকে নিয়ে খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাচ্ছেন গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সাত বছরের ফুটফুটে এক কন্যা সন্তানকে নিয়ে নবদ্বীপের ঘন জঙ্গলে ১৫ দিন ধরে দিন কাটাচ্ছেন গৃহবধূ। সংসারে সম্বল শুধু একখানি মাদুর, বালিশ, কম্বল আর বস্তায় কিছু জামা কাপড়। সাপ, ব্যাঙ এমনকী মশার উপদ্রব এবং অসামাজিক লোকের ভয়কে পেছনে ফেলে নবদ্বীপ থানার প্রাচীন মায়াপুরে নিমাই এর জন্মস্থানের পেছনে সরকারি জল প্রকল্পের পাশে জঙ্গলের মধ্যে মেয়েকে নিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছে বছর ৩০ এর এক গৃহবধূ। মুখে সব সময় কৃষ্ণ কথা অর্থাৎ রাধে রাধে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গৃহবধূ সর্বক্ষণ কৃষ্ণ প্রেমেই মাতোয়ারা। প্রত্যেকটি কথার আগে রাধের নাম জপেন এই গৃহবধূ। রাধেই যে তার একমাত্র সম্বল আর তাই জঙ্গলে ও তার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। কিন্তু কেন তীর্থ নগরী নবদ্বীপের জঙ্গলে বসবাস করছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গৃহবধূ জানান, স্বয়ং ভগবান চেয়েছেন তাই এই খোলা আকাশ এমনকী ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিন কাটছে। তিনি পাশে থাকলে কোনও বিপদ আপদ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এই বিশ্বাসকেই পাথেয় করে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একমাত্র কন্যা সন্তানকে নিয়ে বসবাস শুরু করেছেন দিন পনেরো ধরে। গৃহবধূর কোন চিন্তা না থাকলেও তাকে নিয়ে যত চিন্তা স্থানীয় বাসিন্দাদের। দিনকাল ভালো নয় যেকোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটে যেতে

পারে। প্রশাসন কিছু একটা ব্যবস্থা কর না হলে যেকোনো সময় বড়সড় বিপদ ঘটে যেতে পারে এমনটাই ধারণা সাধারণ মানুষ থেকে প্রাতঃ ভ্রমণকারীদের। নবদ্বীপ মায়াপুরের জন্মস্থান ঘাট তার পাশেই ঘন জঙ্গল। মাথার ওপর নেই কোনও ছাদ, দাবদাহকে উপেক্ষা করেই জঙ্গলেই ঘর বেধেছেন তিনি। সংসারের আয় বলতে মানুষের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি। নবদ্বীপের বিভিন্ন মঠ মন্দিরের দরজায় দরজায় যান। ভালোবেসে যে যেটুকু দেয় তা দিয়ে মেয়েকে নিয়ে কোনওক্রমে দিন চলছে। যেদিন পয়সা পান সেদিন কিছুটা হলেও খেতে পারেন আর যেদিন পয়সা হয় না সেদিন অনাহারেই থাকতে হয়। কিন্তু ঘর বাড়ি ছেড়ে কেন জঙ্গলে বসবাস করছেন? প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল, আগে হাওড়ায় বসবাস করতেন। স্বামী স্ত্রী এবং সন্তান ছেড়ে অন্য একটি মহিলাকে বিয়ে করেছেন। নিজের স্বামীর এমন কাণ্ড দেখার পর থেকেই নিজের সাত বছরের কন্যা সন্তানকে নিয়ে নবদ্বীপে চলে এসেছেন। হাওড়া থেকে স্বামীর প্রতি একরাশ অভিমান নিয়ে চলে আসেন তীর্থ নগরী নবদ্বীপে। নবদ্বীপে এলে নাকি কেউ অভুক্ত থাকে না এই কথাটি জানতে কৃষ্ণ ভক্ত মহিলা। নবদ্বীপে এসে প্রথমে এক ভাড়া বাড়িতে ওঠেন। প্রথম কয়েক মাস ভালো ভাবে কাটলেও আর্থিক অনটনে পড়ে ভাড়া দিতে না পারার জন্য ভাড়া বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। তারপর থেকেই এই জঙ্গলে বসবাস শুরু করেন। তবে প্রশাসনের কাছে খবর যেতেই নবদ্বীপ থানার পুলিশ উদ্ধার করে স্থানীয় একটি মন্দিরে আশ্রয় দেয়। বর্তমানে নবদ্বীপ থানার তৎপরতাতে সাময়িকভাবে একটি স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে মা এবং মেয়ে। কিন্তু এভাবেই বা আর কতদিন কি হবে তাদের ভবিষ্যৎ তা নিয়েই কিন্তু চলছে জোর জল্পনা।

বাজি বিস্ফোরণ ঘটনায় তৎপর প্রশাসন, জেলা জুড়ে চলল তল্লাশি, গ্রেপ্তার ২ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আবারও অবৈধ আতশবাজির বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান জেলা পুলিশের। দুটি পৃথক জায়গায় অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ আতশবাজি। অভিযানের শেষে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কয়েকদিন ধরে জেলা জুড়ে একই অভিযান চালাচ্ছে রানাঘাট পুলিশ জেলা। ঠিক তেমনি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নদিয়ার কল্যাণীর থানার চর কাঁচরাপাড়া এবং নদিয়ার গাংনাপুর এর নিমতলা কলোনিতে অভিযান চালানো হয়। এই দুটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪৫ কেজি অবৈধ আতশবাজি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ, পাশাপাশি দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম বেচারাম প্রামানিক ও শৈলেন ঘোষ। বুধবার ধৃত দু'জনকে নদিয়ার রানাঘাট এবং কল্যাণী আদালতে তোলা হয়।

ডিগ্রিধারী নন, প্রেসক্রিপশনে ডাক্তার লিখে রমরমিয়ে ব্যবসার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ডিগ্রিধারী চিকিৎসক না হয়েও প্রেসক্রিপশনে ডাক্তার লিখে রমরমিয়ে ব্যবসা করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ভুয়ো ওই ডাক্তারের বিরুদ্ধে বুধবার কালনা হাসপাতালের সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানালেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন গ্রামবাসীরা।

জানা গিয়েছে, কালনা ২ নম্বর ব্লকের সিঙ্গারকোন ব্যাংক বাজার সংলগ্ন তন্ময় সিদ্ধান্ত নামের এক ব্যক্তি বহুদিন ধরে চিকিৎসা করে চলেছেন এলাকার আনুষকে। গ্রামীণ ডাক্তার হিসাবে এলাকায় পরিষেবা দিলেও, তার প্রেসক্রিপশনে জ্বলজ্বল করছে ডাক্তার লেখা একই সঙ্গে ঞ্চঙ্গ অল্টারনেটিভ মেডিসিন এমনও লিখে প্যাড ছাপিয়েছেন তিনি। এমনকি তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও ছাপানো নেই ওই প্যাডে। তিনি যা করছেন সমস্ত অবৈধ বলে বুধবার জানান সিএমওএইচ জয়রাম হেমব্রম।

তিনি জানিয়েছেন, তার কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে।পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছেন যে অভিযোগ আছে সেটি খতিয়ে দেখা হবে। এর আগেও গ্রামবাসীদের তরফে গত মাসের ৯ তারিখে জেলা মুখ্য সাস্থ্য আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কাজ না হওয়ায় বুধবার ফের ওই ভুয়ো চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি নিয়ে কালনা মহকুমা হাসপাতাল সুপারের দ্বারস্থ হন গ্রামবাসীরা। যদিও অভিযোগ ওঠা ওই চিকিৎসক জানান, তিনি আরডিএ দ্বারা স্বীকৃত। তাঁকে অনুমতি দেয় ডাক্তার লেখার আরডিএ। একই সঙ্গে বাম সরকারের আমলে তিনি কোর্স করেছেন। তিনি মানুষকে ঠকাচ্ছেন না বলেও দাবি করেছেন অভিযোগ ওঠা চিকিৎসক।

বিএসএফ কৃষি জমির মধ্য দিয়ে কাঁটাতার দেওয়ার অভিযোগ, নির্বিচারে কাটা হচ্ছে গাছ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বিএসএফ কৃষি জমির মধ্য দিয়ে কাঁটাতার দিচ্ছে। কাঁটাতার দেওয়ার জন্য নির্বিচারে কাটা হচ্ছে গাছ। প্রতিবাদে বনগাঁ গোপালপুর রাজ্য সড়কের বর্ণবেড়িয়াতে রাস্তায় গাছ ফেলে অবরোধ করল কৃষকরা। বিএসএফের আশ্বাসে ২ ঘণ্টা পরে উঠল অবরোধ। উত্তর ২৪ পরগনার ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বর্ণবেড়িয়াতে কৃষিজমির মধ্যে দিয়ে কাঁটাতার দিচ্ছে বিএসএফ এবং অবৈধভাবে গাছ কাটার অভিযোগ তুলে বুধবার সকাল ৮ টা থেকে বনগাঁ গোপালপুর রাজ্য সড়কের বর্ণবেড়িয়াতে রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয়রা। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গাইঘাটা থানার পুলিশ ও বিএসএফ। বিএসএফ এর তরফ থেকে কাঁটাতার তুলে দেওয়ার আশ্বাসের পরে অবরোধ তুলে নেয় কৃষকরা। এই বিষয়ে স্থানীয় কৃষকরা জানিয়েছে,অবৈধ ভাবে কৃষিজমির মধ্যে দিয়ে কাঁটাতার দিচ্ছে বিএসএফ। বিএসএফের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যা কথা ছিল তা না মেনে কৃষি জমির মধ্যে দিয়ে কাঁটাতার দিচ্ছে। কেটে দেওয়া হচ্ছে গাছ এবং নানা সময় বিএসএফের তরফ থেকে কৃষকদের উপর অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ করেন তারা। আপাতত কাঁটাতার তুলে নেওয়ার আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলে নিয়েছেন। স্থানীয় ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জনিয়েছেন, পুলিশ ও বিএসএফের উপস্থিতিতে আলোচনা করে অবরোধ তুলে নিয়েছে কৃষকরা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SBI আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, উইন্ডসোর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমরোখালি
ই.এম. বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৩
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

প্রবীর কুমার বিশ্বাসের নামে মূল স্বত্ব দলিল নং ১-০৩৭৪৭-১৯৯৯ সালের হারিয়ে গিয়েছে
নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনাদের অবগতির জন্য অবহিত করছে যে, **স্বত্ব দলিল নং ১-০৩৭৪৭-১৯৯৯ সালের, প্রবীর কুমার বিশ্বাস,** পিতা প্রয়াত এস বি বিশ্বাস এর নামে, সাকিন ৭৮, ব্রহ্ম সমাজ রোড, কলকাতা ৭০০০৩৪, যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-৩, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২১.১০.২০২৪ তারিখ থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার দক্ষিণ কলকাতা, হেফাজত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।
উক্ত দলিলের স্থানান্তর/ হারিয়ে যাওয়া বিষয়ে **এয়ারপোর্ট থানায় ১৫.১০.২০২৪ তারিখে উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ৭৯৪** দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি/দলিল সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং /বা স্বার্থ থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জানানে অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবিই গ্রাহ্য হবে না।
তারিখ : ০৩.০৪.২০২৫, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা

গুড়াপ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
ঠিকানা : গ্রাম+পোষ্ট- গুড়াপ, ধনিয়াখালী, হুগলী, পিন-৭১২৩০৩
নিবন্ধন সংখ্যা : 9HG DATE -26.02.1977
পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন
খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সমবায় সমিতি সমূহের উপ/সহ-নিবন্ধক,হুগলী রেঞ্জ তথা রেঞ্জ এর সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৮৩০ তারিখ ২৫.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমরা **শ্রী সমীর মুখার্জ্জী**,সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, এবং **শ্রী চঞ্চল রায়**, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারি রিটার্নিং অফিসার,গুড়াপ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগনকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে খসড়া নির্বাচক তালিকা **২৮/০৩/২০২৫** তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য বা অভিযোগ থাকলে আগামী **১২/০৪/২০২৫** তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
সমীর মুখার্জ্জী, সহকারি রিটার্নিং অফিসার, গুড়াপ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
চঞ্চল রায়, সহকারি রিটার্নিং অফিসার, গুড়াপ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

Bank of Baroda ঘটকপুকুর শাখা
গ্রাম - বি গোবিন্দপুর, থানা - ভাঙ্গর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫০২
ইমেল : ghatak@bankofbaroda.com
পরিশিষ্ট ৪ রুল [৮(১)] **দখল নোটিশ** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No. 45090600000225(TL-I) 45090600000240(TL-II) 45090600000332(BGECLS)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ঘটকপুকুর শাখা, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৭.১২.২০২৪ তারিখে দাবি নোটিশ এবং পুনরায় সংবাদপত্রে প্রকাশ তারিখ ০৮.০১.২০২৫ মাধ্যমে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স ইউনিক প্রোডাকশন, স্বত্বা - মুন্সী আবদুল হালিম গ্রাম - ডি/মাধবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, চন্দনেশ্বর - ২, পো. ইউ/মাধবপুর, থানা - ভাঙ্গর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫০২, স্বত্বা - মুন্সী আবদুল হালিম এবং জামিনদাতা - শ্রীমতী ফরিদা মুন্সী, স্বামী - শ্রী মুন্সী আবদুল হালিম গ্রাম - উত্তর ঘটকপুর, পাড়া ঘটকপুর, পো. গোবিন্দপুর, থানা - ভাঙ্গর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫০২** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩৩,৪৩,৪৬১.৬৭ টাকা (তেত্রিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ একষট্টি টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা) টাকা ০৭.১২.২০২৪ অনুযায়ী অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ এবং পরবর্তী সুদ সহ** এবং চুক্তি মোতাবেক হারে মূল্য, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **০২ এপ্রিল ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ঘটকপুর শাখার নিকট বকেয়া ৩৩,৪৩,৪৬১.৬৭ টাকা (তেত্রিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ একষট্টি টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা) টাকা ০৭.১২.২০২৪ অনুযায়ী অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ এবং পরবর্তী সুদ সহ** এবং চুক্তি মোতাবেক হারে মূল্য, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক **০৩ শতক** সমপরিমাণ **০১ কাঠা ১৩ ছটাক ০২ বর্গফুট** - সমুদয় জমির পরিমাণ আনুমানিক **৭৫ শতক** থেকে অবস্থিত মৌজা : মাধবপুর, জেএল নং ৭৫, তৌজি নং ৫৮৬, আরএস দাগ নং ২২৫৭, আরএস খতিয়ান নং ৩৮২/৩৩০, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৭ চন্দনেশ্বর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ভাঙ্গর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রয়াত মুন্সি আবদুল ইয়াকুব এর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** ডা. সেলিম মুন্সি এর সম্পত্তি; **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রোড; **পশ্চিমে :** প্রয়াত মুন্সি অশোক আলির সম্পত্তি।
তারিখ : ০২.০৪.২০২৫ স্থান : ঘটকপুকুর — অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

চন্দননগরের আলোয় ফুটবে লখনউর অটলবিহারী বাজপেয়ি স্টেডিয়াম

বনস্পতি দে ● হুগলি

আলোর মাধ্যমে সাতটি রঙ ফুটিয়ে তোলা হবে। স্টেডিয়ামের একদম মাথায় থাকবে সেই আলো। তাতে ফুটে উঠবে HOME OF LUCKNOW SUPER GIANTS’ লেখা। চন্দননগরের জগৎবিখ্যাত আলোয় সেজে উঠল লখনউর অটলবিহারী বাজপেয়ি স্টেডিয়াম। গত বুধবারই চন্দননগরের আলোকশিল্পী কৌশিক যাদবের কাছে আইপিএলে স্টেডিয়াম আলোকময় করে তোলার বরাত আসে। ইতিমধ্যেই সেই সব আলো পৌঁছে গিয়েছে লখনউ। গত রবিবার চন্দননগরের ১২ জন শিল্পী যান লখনউয়ে। ১০ ফুট বাই ১৬ ফুটের পিক্সেল আলো লাগানো হচ্ছে অটলবিহারী বাজপেয়ি স্টেডিয়ামে।

এই বরাত আসার পর খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে হয়েছে কৌশিক ও তাঁর টিমকে। দিনরাত এক করে ৪৫ জন আলোকশিল্পী এই কাজ সম্পূর্ণ করে গন্তব্যে পৌঁছেও দিয়েছেন। একজন সুপারভাইজার সহ-১২ জন গিয়েছেন লখনউ। তাঁরা স্টেডিয়ামে আলো সেট করবেন।

কৌশিক যাদব জানান, ইমেলে পাঁচ দিন আগে বরাত পান। স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের তরফে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা মারফত তা তাঁর কাছে আসে। সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা বাজেট এই কাজের। এর আগে রাজস্থান, দিল্লি, মুম্বই, গুজরাট-সহ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছেন কৌশিক। এমনকী অযোধ্যায়ও গিয়েছে এখানকার আলো। আইএসএল-সহ বিভিন্ন খেলার মাঠও আলোকিত হয়েছে চন্দননগরের আলোয়।

চন্দননগরের আলোর কথা কে না জানে। দেশের সীমা পার করে সেই কবেই বিদেশেও মন জিতে এসেছে। দেশের তাবড় ভিভিআইপির প্রশংসা পেয়েছে বহু প্রাচীন এই আলোর সাজ। তবে এবারের আইপিএল চন্দননগরবাসীর জন্য একটু বেশিই স্পেশাল। একদিকে তাদের ঘরের ছেলে অভিজিৎ ভট্টাচার্য আইপিএলে আম্পায়ারিং করছেন। সঙ্গে আবার এখানকার আলোয় আলোকিত হতে চলেছে খেলার মাঠ।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’ ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুব্রত সাহা, ইমেল আইডি ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭
অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৬.০৫.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৪.০৫.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ১৬.০৫.২০২৫ তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** বিক্রি করা হবে **১৪,৮৫,০০,০০০ টাকা (চোদ্দ কোটি পঁচাশি লাখ টাকা) টাকা এবং** ২২.১১.২০১৬ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস গোদরেজ ওয়াটারসাইড, স্যুট - ৪০৩, ব্লক-ডিপি, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি কলকাতা - ৭০০০৯১ **এবং জামিনদাতাগণ ১) সন্দীপ গয়াল,** ঠিকানা - ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **২) শ্রী বরুণ গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬৩/২, মোহল্লা পাঠানা, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১, **৩) অঞ্জনি গয়াল,** ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **৪) শ্রী রমন গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬১২, ওয়ার্ড নং ০৪, মোরি গেট চক, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১ কাছ থেকে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে		সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
১. হরাইজন্টাল বোরিং মেশিন-১। ২. হরাইজন্টাল মেটাল কাটিং ব্যান্ড শ’ মেশিন-১। ৩. ইউনিভার্সাল মিলিং মেশিন-১। ৪. হরাইজন্টাল লেদ মেশিন - রোল ৭ মন্ডল সহ-১। ৫. হরাইজন্টাল বোরিং মেশিন -১।	৬. ইউনিভার্সাল মিলিং -১ পিক। ৭. মিলিং মেশিন -২। ৮. রেডিয়াল ড্রিল মেশিন-১। ৯. পিলার ড্রিল মেশিন-১। ১০. ভার্টিক্যাল মেশিন সেন্টার -১।	১৮,০০,০০০.০০ টাকা	১,৮০,০০০.০০ টাকা
		ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটিরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে।
তারিখ ঃ ০৩.০৪.২০২৫ স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইসিএলের কয়লাখনিতে অ্যাম্বুল্যান্সে বিস্ফোরক পরিবহণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ইসিএলের কয়লাখনিগুলিতে ২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুল্যান্স মোতায়েন থাকে কোনও কারণে খনিতে দুর্ঘটনা ঘটলে তৎক্ষণাৎ আহত শ্রমিককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অথচ দুর্ঘটনা ঘটলে সময়মতো শ্রমিকরা পায়না অ্যাম্বুল্যান্স, অথচ সেই অ্যাম্বুল্যান্স করেই কোলিয়ারিতে পরিবহণ করা হচ্ছে বিস্ফোরক। কাজোরা এরিয়ার সেন্ট্রাল কাজোরা কোলিয়ারির ঘটনা। অভিযোগ নিয়ে মুখে কুলুপ এটেছে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কয়লাখনি সংস্থা ইসিএলের কোলিয়ারিগুলিতে উৎপাদনের যতটা জোর দেওয়া হয় শ্রমিকদের নিরাপত্তায় দেখা যায় ঠিক ততটাই খামতি। উৎপাদন অব্যাহত রাখ তে নিয়ম ভাঙাটাই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে। কাজোরা এরিয়ার সেন্ট্রাল কাজোড়া কোলিয়ারিতে অ্যাম্বুল্যান্স করে বিস্ফোরক পরিবহণের ঘটনায় সেই অভিযোগ আরও একবার প্রমাণ হল।

বুধবার সকালে দেখা যায় একটা অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে বিস্ফোরক (ডিটোনেটর ও জিলোটিন স্টিক) নিয়ে আসা হয় কোলিয়ারিতে। অ্যাম্বুল্যান্স থেকে পেটি ভর্তি বিস্ফোরকগুলি নামিয়ে রাখা হয় নির্দিষ্ট বারুদ ঘরে। শ্রমিকরা জানান, প্রতিটি কোলিয়ারিতে বিস্ফোরক আনার জন্য এক্সপ্লোসিভ পরিবহণ গাড়ি রয়েছে। সেই গাড়িতে করেই বিস্ফোরক আনার নিয়ম। পাশাপাশি তারা অভিযোগ করেন কোলিয়ারিতে দুর্ঘটনা ঘটলে সময়মত অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যায় না আহত শ্রমিকদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অথচ নিয়ম ভেঙে সেই অ্যাম্বুল্যান্সে করেই বিস্ফোরক পরিবহণ করা হচ্ছে যা বিপদজনক বলে অভিযোগ শ্রমিকদের একাংশের।

অ্যাম্বুল্যান্সে চালক মিথিলেশ সিং বলেন, কোলিয়ারির ম্যানেজারের নির্দেশেই তিনি এই কাজ করছেন। পাশাপাশি তিনি জানান, কোলিয়ারির এক্সপ্লোসিভ গাড়িটি বিকল অবস্থায় রয়েছে। সেই কারণে অ্যাম্বুল্যান্স করে বিস্ফোরক আনা হয়েছে। কোলিয়ারির ম্যানেজার দীনেশবাবুকে বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। এই ঘটনায় ইসিএলের এক নিরাপত্তারক্ষী পুরো ঘটনাটির বিষয়ে সমস্ত কিছুই অস্বীকার করেন।

মালদার দুটি পৃথক এলাকা থেকে ২ মাধ্যমিক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুটি পৃথক এলাকা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দুই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার এমন ঘটনায় রতুয়া এবং ইংরেজবাজার থানার সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মার্কেটে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, প্রেমঘটিত বিষয় থেকেই এই আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই ছাত্রীর নাম সোনিয়া মণ্ডল (১৬) এবং শিল্পী বসাক (১৫)। প্রথমজনের বাড়ি রতুয়া থানার সালাবাতপুর এলাকায়। অপর মৃত ছাত্রীর বাড়ি ইংরেজবাজার থানার বাঁশবাড়ি এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনিয়া স্থানীয় শ্রীপুর হাইস্কুল থেকে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। সামনের মাসেই সোনিয়ার বিয়ে ছিল।

মৃত ছাত্রীর বাবা উত্তম মণ্ডল জানিয়েছেন, অন্যান্য দিনের মতো এদিন সকালে পরিবারের সদস্যরা জমিতে কাজ করতে যায়। কাছ থেকে ফিরে এসে সোনিয়ার মা সুনিতা মণ্ডল দেখতে পায় সোনিয়া ঝুলন্ত অবস্থায় ঘরের ভেতরে ওড়না দিয়ে ঝুলছে। সোনিয়ার মায়ের চিৎকারে স্থানীয় প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ওড়না কেটে সোনিয়াকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে। সেইখানে কর্মরত চিকিৎসকরা সোনিয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

উত্তমবাবু পুলিশকে জানিয়েছেন, মে মাসে মেয়ের বিয়ে ছিল। তবে কি কারণে আমার মেয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল আমরা কেউ বুঝে উঠতে পারছি না। অন্যদিকে, একইভাবে ইংরেজবাজার থানার বাঁশবাড়ি এলাকার শোবার ঘর থেকে আরও এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শিল্পী বসাকের মা দীর্ঘদিন আগেই মারা গিয়েছেন, তার বাবা উজ্জ্বল বসাক পেশায় ব্যবসায়ী। তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন এবছর তার মেয়ে স্থানীয় একটি হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। হঠাৎ করে কেন তার মেয়ে আত্মঘাতী হল কিছুই বুঝতে পারছেন না।

পুলিশ জানিয়েছে, দুটি আত্মঘাতীর ঘটনায় প্রেম ঘটিত বিষয় জড়িত থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। মৃত দুই ছাত্রীর মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

শমিক ভট্টাচার্যকে রাজ্য সভাপতি করার দাবিতে পোস্টার ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: শমিক ভট্টাচার্যকে রাজ্য সভাপতি করার দাবিতে পোস্টার ঘিরে বিতর্ক তৈরি হল। বিজেপি দলের আদি সভাপতির রূপে দেখতে চাই আদি কার্যকর্তা শ্রমিক ভট্টাচার্যকে চাই, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপি একমাত্র শমিক ভট্টাচার্য সভাপতি হলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার হবে। কালনার পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় বুধবার সকাল থেকে এমনই পোস্টারে ছয়লাপ। পোস্টার ঘিরে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছে দল। তা হলে কি রাজ্য সভাপতিকে আর পছন্দ করছেন না দলের একাংশ। পোস্টার ঘিরে এমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে।

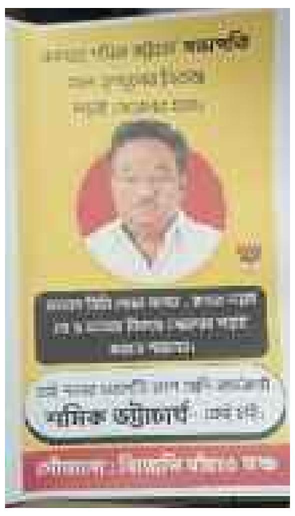

পোস্টারে লেখা সৌজন্যে বিজেপি বাঁচাও মঞ্চ। এমনই পোস্টার পড়েছে কালনার পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় জুড়ে যা নিয়ে তৃণমূল বিজেপি একে অপরকে দোষারোপ করছে। বিজেপির কালনা নগর সভাপতি সৌরভ রায় সমস্ত রকমের দোষ চাপিয়েছেন তৃণমূলের ঘাড়ে। সৌরভবাবুর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই এমন করেছেন। কে সভাপতি হবেন, না হবেন, সেটি বড় নেতাদের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের ব্যাপার। বিজেপি বাঁচাও মঞ্চ বলে তাদের কোনও সংগঠন নেই। আর এর সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই বলেই মন্তব্য করেছেন তিনি। ঘটনার প্রসঙ্গে কালনার বিধানসভার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলকেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, কে সভাপতি হবে না হবে এ নিয়ে তৃণমূলের কোনও মাথাব্যথা নেই। ওরা নিজেদের গোষ্ঠীকোন্দল আগে ঠিক করুক।

বারাসাতের জেলা শাসককের দপ্তরে হুমকি মেইল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বুধবার সাত সকালে জেলাশাসক দপ্তরের সরকারি মেলে এল হুমকির মেইল। সকাল ১১ টা নাগাদ হুমকি মেইলে জানানো হয় বিকাল সাড়ে চারটের সময় বিস্ফোরণ হবে কার্যালয়ে। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা চাউর হতেই রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায়। পাশাপাশি মেইলের বয়ান দেখে ভয় ধরে গিয়েছিল সরকারি কর্মীদের মধ্যে। বিষয়টি জানানো হয় পুলিশকে। এরপরেই পুলিশের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ। ডগ স্কোয়াড ও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে শুরু হয় চেকিং। মোতায়েন করা হয় পুলিশ। জানা গিয়েছে, টানা ছুটির পর বুধবার খুলেছে সরকারি অফিস। বিভিন্ন দপ্তরের মতো এদিন জেলাশাসকের দপ্তরের কর্মীরাও নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে আসেন। তারপর অফিসিয়াল মেইলে দেখা যায় একটি বোমাতঙ্কের হুমকি। যাতে লেখা রয়েছে বিকাল সাড়ে চারটের সময় ডিএম অফিসে বিস্ফোরণ হবে। এ নিয়ে বারাসত পুলিশ জেলার এক কর্তা বলেন, এই মেইল পাওয়ার পর উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। ই-মেইল থেকে এই হুমকি এসেছে সেটি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে খোদ জেলাশাসকের দপ্তরে এভাবে হুমকি মেইলের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মেইল পাওয়ার পরপরই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক অনুমান অন্য কারো মেইল হ্যাক করে ভিনরাজ্য থেকে সেটি পাঠানো হয়েছে। তবে সবটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ তন্নতন্ন করে খোঁজ করার পর পরিস্থিতি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়।

দু'টি বাইকে ধাক্কা ছোট গাড়ির, মৃত ২, আহত ১ বাইক আরোহী

নিজস্ব প্রতিবদন, কাঁকসা: কাঁকসার বিরুডিহায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল দশটা নাগাদ কাঁকসার বিরুডিহায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দুর্গাপুরগামী রাস্তায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি একজনকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত দু'জন হল গোপাল দে (৩৩) রাজকুমার ধীবর(৩১। গোপালের বাড়ি কাঁকসার হাট তলায় ও রাজকুমারের বাড়ি কাঁকসার প্রয়াগপুরে। দু'জন মিলে তামাক জাত দ্রব্যে সাপ্লাইয়ের কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুইজন একটি বাইকে করে বিরুডিহা থেকে রাজবাঁধের দিকে যাওয়ার সময় একটি ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে তাদের ধাক্কা মাইলে ওই দুই বাইক আরোহী রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তেলের ট্যাংকারের পিছনে তলায় ঢুকে যায়। এর পর ওই ছোট গাড়িটি ফের ৫০ মিটার দূরে আরও একটি বাইকের পিছনে ধাক্কা মারে। পরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাসের পিছনে ধাক্কা মারে।

জানা গিয়েছে, ছোট গাড়ির চালকের কিছু না হলেও দু'টি বাইকের মোট ৩ জন গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে ৩জনকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসক দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। দু'জনের দেহ উদ্ধার করে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

অন্যদিকে আহত বাইক আরোহীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হলে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ ছোট গাড়িটিকে ও দু'টি বাইককে অন্যত্র সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। যদিও বাসটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। গাড়িটির সামনে পূর্ত দপ্তরের বোর্ড থাকলেও সেটি কার গাড়ি জানা যায়নি। ছোট গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ।

দেহ ব্যবসার অভিযোগে আটক আরামবাগের যুবক ও যুবতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দুটি বিয়ে করার পরেও যুবকের পরকীয়া। হাতে নাতে ধরল ওয়ার্ডবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের কাঁটাবনি এলাকায়। একেবারে অশ্লীল অবস্থায় ধরে এলাকার বাসিন্দারা বেধড়ক মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় ওই যুবক ও মেয়েটিকে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ প্রত্যেক দিন একটা করে নতুন মেয়ে বাড়িতে নিয়ে এসে দেহ ব্যবসা করত। বাড়ির লোকজন সেই কাজে যুবকটিকে মদত দিত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাঁটাবনি থেকে এদিন অশ্লীল অবস্থা এক যুবক ও এক মহিলাকে ভোর রাতে দেখা যায়। গরম কাল হওয়ায় জানালার কপাট খুলে শুয়েছিল তারা। গ্রামের যুবকেরা রাতে একটি প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ নেওয়ার পর বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় তারা ওই যুবকের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় দেহ ব্যবসার টাকা পয়সা নিয়ে কথা বার্তা শোনার পাশাপাশি অশ্লীল অবস্থা দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবকের বাড়ির লোকজনকে ডেকে প্রতিবাদ করে। অভিযোগ বাড়ির লোকজন ওই যুবককে বাঁচানোর চেষ্টা করে এবং উল্টে পাড়ার ছেলেদের অশ্লীল কথা বলে। এরপর উত্তেজিত হয়ে পড়ে গ্রামের বাসিন্দারা। ভোর রাতে অশ্লীল অবস্থায় তাদের বাড়ির বাইরে এনে মারধর করে আরামবাগ থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে তাদের অশ্লীল অবস্থায় আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এই বিষয়ে ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা সেখ রাজেশ চৌধুরী বলেন, ওদের বাড়িতে সুন্দর দেহ ব্যবসা চলে। প্রত্যেক দিন একটা করে মেয়ে নিয়ে আনে। দুটি বিয়ে করেছে। তাদের বাচ্চা আছে। ভালো পুঁজির ব্যবসা। নিজের বাড়িতে ধরা পড়ার পর মারধর করা হয়। তারপর পুলিশের হাতে তুলে দেয় গ্রামের মানুষ। অপরদিকে স্থানীয় যুবক শেখ আমির বলেন, ফ্যামিলি বাড়িতে রমরমিয়ে দেহ ব্যবসা চলছে। প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়। তার ছেলে আছে। পরিবারের লোকজন মদত দিচ্ছে। গ্রামের মানুষ এদিন প্রতিবাদ করে এবং পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় ওই এলাকায় চাপা উত্তেজনার পাশাপাশি ফ্যামিলি বাড়িতে দেহ ব্যবসা চলায় এলাকার মানুষ খুব উদ্বিগ্ন।

জলের দাবিতে পঞ্চায়েতে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: চৈত্র শেষ না হতেই বেলপাহাড়ির জঙ্গলমহলে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের হাহাকার শুরু হয়েছে। জলের দাবিতে মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। বুধবার বিনপুর ২ ব্লকের সন্দাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সন্দাপাড়া গ্রামের মহিলারা। তাদের অভিযোগ, এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগলেও হেলদোল নেই প্রশাসনের। এলাকায় জলের কল থাকলেও জল পড়ে না। টাইম কলেও নিয়মিত জল না আসায় গ্রামবাসীরা তীব্র জল সংকটের মধ্যে পড়েছেন। এই গরমে সাইকেলে করে তিন কিলোমিটার দূরের গ্রাম থেকে তাদের পানীয় জল নিয়ে আসতে হচ্ছে। অবিলম্বে পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের দাবিতে এদিন পঞ্চায়েত অফিসের কর্মীদের বাইরে বের করে দিয়ে গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বেলপাহাড়ি থানার পুলিশ ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মীরা। যত দ্রুত সম্ভব পানীয় জলের সংকট দূর করার আশ্বাস পাওয়ার পর গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ তুলে নেন।

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বাদ গেল ২ ব্যক্তির হাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার চাপড়া থানার সীমানগর বিএসএফ ক্যাম্পের কাছে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় বাদ গেল দুই ব্যক্তির একটি করে হাত। ঘটনায় আহত দু'জনের নাম অসিত দাস (৫০), তিনি পেশায় ঘটক, অপরজন সনাতন হালদার (৬৫), পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন কৃষ্ণনগর থেকে হৃদয়পুরে বেসরকারি বাসে করে যাচ্ছিলেন একজন ডোম পুকুরে ও অন্যজন শোনপুকুরে। বাসটি চাপড়া বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ানোর কথা ছিল। দুর্ভাগ্যবশত জানলা দিয়ে দুই ব্যক্তি একটি করে হাত বের করে রাখলে করিমপুর থেকে কৃষ্ণনগরগামী বাস সজোরে হাতে ধাক্কা মারলে দুই ব্যক্তির দুটি হাত দেহ থেকে বাদ চলে যায়। একজনের হাত ঘটনাস্থলেই বাস থেকে কেটে পড়ে যায় রাস্তায়। অপরজনের হাত কেটে ঝুলতে থাকে। ঘটনার পর সেখান থেকে তাদেরকে পাবলিক বাসে করে নিয়ে আসা হয় কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কলকাতা স্থানান্তরিত করা হয়। যদিও এই ঘটনার পরে পুলিশ বাস এবং বাসের কোনও কর্মীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তবে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাপড়া থানার পুলিশ।

পানীয় জলের দাবিতে পিএইচই দপ্তরে ঢুকে বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বুধবার বালতি মাথায় নিয়ে পুলিশকে ঠেলে হুড়মুড়িয়ে কাঁকসার পিএইচই দপ্তরে ঢুকে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাঁকসার ডাকবাংলো মোড়ে পিএইচই দপ্তরের সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যদিও পরে পুলিশ পরিস্থিতির সামাল দেয়। বিজেপির অভিযোগ, কাঁকসায় কেন্দ্রের 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পের আওতায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পরিষেবা পাওয়ার কথা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাঁকসায় ১০০ শতাংশ বাড়িতে পানীয় জলের পাইপ লাইন পৌঁছে গিয়েছে বলে তারা অনলাইনে দাবি করলেও আদতে অধিকাংশ বাড়িতেই পানীয় জল পৌঁছয়নি। অনেকের বাড়িতে আবার পাইপ লাইন পৌঁছলেও তা থেকে জল পাওয়া যায় না। তাই দ্রুত যাতে কাঁকসায় পানীয় জল পরিষেবা পাওয়া যায় তার দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভে বসেন।

যদিও এই বিষয়ে দপ্তরের আধিকারিক বিধান ঘোষ জানিয়েছেন, আগামী ১৫ মে-র মধ্যে তাঁরা চেষ্টা করছেন পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক হবে। দ্রুত গতিতে কাজ চললেও মাঝে নানান উৎসব চলে আসায় ছুটি পড়ে যাওয়ায় কাজ থমকে যায়। অন্যদিকে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে জলের প্রেসার না পাওয়ায় তাদের লোহার পাইপ বসাতে হচ্ছে। ফলে কাজের গতি কমে যাচ্ছে। যার কারণে অনেকেই এখনও পানীয় জল পাননি। এদিন বিক্ষোভের পাশাপশি বিজেপি কর্মীরা দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন।

যদিও এই বিষয়ে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তারাও পিএইচই দপ্তরে জানিয়েছেন। সেখান থেকে তাদেরকেও এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে বলে আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। যদিও তারা পঞ্চায়েত থেকে যে সমস্ত জায়গায় পানীয় জলের পাইপ পৌঁছবে না বা যে সমস্ত এলাকায় পানীয় জলের সংকট আগে ছিল, সেই সমস্ত জায়গায় তারা সৌর বিদ্যুৎ পরিচালিত সাবমারসিবল পাম্প বসিয়ে জলের সংকট মিটিয়েছেন। বাকি খুব শীঘ্রই জল সবার বাড়ি বাড়ি পৌঁছবে।

১১টি সাবমারসিবলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চুরি, চিন্তায় ধানচাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: বাঁকুড়া জেলা ইন্দাস থানার রোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেওগড়িয়া গ্রাম। গ্রামে অধিকাংশ কৃষি প্রধান মানুষ। গ্রামের পাশেই রয়েছে বিঘার পর বিঘা ধানের জমি। আর কয়েকবার জমিতে জল দিলেই সোনালি ফসল পাকবে এবং তা ঘরে তুলবেন কৃষকরা। ধান জমিতে এই সময় জলের অতি প্রয়োজন থাকে। ধান জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলের চাহিদা মেটানোর জন্য ডেওগড়িয়া গ্রামের মাঠ জুড়ে বিভিন্ন স্থানে ১১টি সাবমারসিবল বসানো ছিল। এমত পরিস্থিতিতে ইদের পরের দিন অর্থাৎ গতরাতে ঈদ উপলক্ষে গ্রামে চলছিল অনুষ্ঠান। গ্রামের মানুষ মেতে ছিলেন অনুষ্ঠানে। সেই সুযোগ বুঝে ডেওগড়িয়া গ্রামের মাঠে প্রত্যেকটি সাবমারসিবেলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চুরি করে নেয় চোরেরা।

সাবমারসিবল ঘরগুলির তালা ভেঙে চোরের দল চুরি করে।

বুধবার সকালে যখন কৃষকরা ধান জমিতে জল পাওয়াতে যায় তখন তাদের নজরে আসে বিষয়টি। দেখা যায় একের পর এক সাবমারসিবলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে গেছে। এরপরেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে কৃষকদের। জমিতে ভরা ফসল এই পরিস্থিতিতে ধান জমিতে জল না দিতে পারলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে। কী করবে ভেবে কুলকিনারা না পেরে কৃষকরা দ্বারস্থ হয় ইন্দাস থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইন্দাস থানার পুলিশ। সমগ্র বিষয়টি তদন্ত শুরু হয়েছে। কে বা কারা এই ঘটনায় জড়িয়ে তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে ইন্দাস থানার পুলিশ।

আগুনে ভস্মীভূত দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আগুনে পুড়ে গেল চারটি দোকান। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বিভাগের কর্মীরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের ২ নং আজমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নয়াবাজার হাটখোলা এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোররাতে চারটি দোকানে আগুন লেগে যায়। মূলত শট-সার্কিটের জেরেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। আগুনের লেলিহান শিখ ায় মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে যায় চারটি মুদিখানা দোকান। প্রাথমিকভাবে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দোকান মালিকেরা জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে।

মিছিল ও বাড়ি বাড়ি প্রচার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইতিমধ্যে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বাঁকুড়া-১ ব্লকের আঁধারথোল গ্রামে খোল-করতাল সহযোগে ওই মিছিল ও বাড়ি বাড়ি প্রচারের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির বাঁকুড়া

জেলা কমিটির সদস্য বিকাশ ঘোষ। বিজেপির ওই মিছিলকে শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে স্বাগত জানাতে দেখা যায় ওই এলাকার মহিলাদের।

অন্যদিকে বাঁকুড়া শহরের রানিগঞ্জ মোড় এলাকায় ওই দিনের মিছিল সফল করার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের পক্ষ থেকে তাদের পতাকা লাগানো হয়।

আজ ঘরের মাঠে সানরাইজার্সের মুখোমুখি কেকেআর

পিচ চর্চার মধ্যেই আসরে সুজন, মাথা ঘামাতে চায় না কেকেআর

শম্ভুনাথ ভৌমিক

লক্ষ্মীবারের ইডেন তৈরি। ঘরের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্স মুখোমুখি হবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের। গত বছর আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। গতবার তিনবারের দেখায় তিনবারই হারিয়েছিল কেকেআর।তবে এবার পরিস্থিতি আলাদা। নাইটদের মেন্টর থেকে ক্যাপ্টেন সবই বদল হয়েছে। এমনকী আইপিএল টেবিলেও অবস্থান বদলে গেছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল তিন ম্যাচ শেষে তলানিতেই। তবে হায়দরাবাদও এবার খুব ভাল অবস্থানে নেই। কেকেআর এবং হায়দরাবাদ দুই দলই তিনটি ম্যাচের মধ্যে দুটিতে হেরেছে। তাই মুম্বইয়ের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে ফেরার পর ঘরের মাঠে জয়ে ফিরতে মরিয়া নাইট ব্রিগেড।এই ম্যাচ ঘিরে পিচ নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় তার জায়গায় অনড়। গুঞ্জন, নাইটরা নাকি চেয়েছে স্পিন উইকেট।যদিও মাঠে দেখে মনেই হয়নি সুজন আর কেকেআরের মধ্যে কোন লড়াই আছে। বুধবার মাঠে আসেন সুজন মুখোপাধ্যায়, কেকেআর কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত আর সিইও ভেঙ্কি মাইসোর। সুজনের সঙ্গে কথাও হয় তাদের কিছুক্ষণ। দেখে মনে হল কেকেআর ম্যানেজমেন্ট স্পিন পিচ হবে এই খবরে বেশ খুশি। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এসেও অনেকক্ষণ কথা বলেন সুজনের সঙ্গে। ইডেনের পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন,, এই পিচে বল বাউন্সও হবে এবং ঘুরবেও। এই পিচে আগেও খেলা হয়েছে। কেকেআর পিচ নিয়ে কোনও রকম অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। পিচ বিতর্কে কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় সাফ বলেন, 'আমাকে কেকেআর থেকে কেউ কোনও নির্দেশ দেয়নি। তা ছাড়া উইকেট তৈরির ব্যাপারে বোর্ডের একটা গাইড লাইন আছে। সেটা আমাদের মানতে হয়।' এদিকে নাইট মেন্টর ডোরেন ব্র্যাভো পরিষ্কার জানিয়ে দেন, 'আমরা ২০ ওভারের খেলায় পিচ নিয়ে চিন্তিত নই । ছেলেদেরও সেটা বলেছি পিচ নিয়ে অহেতুক মাথা না ঘামাতে। সমর্থকরা আমাদের প্লাস পয়েন্ট। সমর্থকরা জিততে চায় সেটা মাথায় রেখেই খেলতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'পিচ নিয়ে আমি সেরকম কিছু জানি না। আমার মনে হয় যে দল ভালো খেলবে তারাই ম্যাচ জিতবে। ঘূর্ণি থাকছে কিনা সেটা দেখেই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে হবে।' পাশাপাশি নাইটদের মেন্টর বলেছেন, আমরা প্রতিপক্ষ দলের সব ক্রিকেটারদেরই পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করেছি। অবশ্যই আমাদের প্রতিপক্ষ দলের কয়েকজন ভালো ব্যাটার এবং বোলার রয়েছে এবং তার থেকেও বড় কথা হল আমার নিজেদের ক্রিকেটারদের প্রতিভার উপরে ভরসা রাখতে হবে। কারণ আমাদের দলে অনেক ভালো ক্রিকেটার রয়েছেন এবং তারা যে কোনও ম্যাচে ভালো খেলতে সক্ষম। লোয়ার মিডল অর্ডারে, রিঙ্কু সিং রাসেলরা রান পাচ্ছেন না এই বিষয় নিয়ে ব্র্যাভো বলেছেন, তিনটি ম্যাচের মধ্যে একটি ম্যাচে তারা ব্যাট করার সুযোগই পাননি। আইপিএল ১৪ টি গ্রুপ পর্বের ম্যাচ হবে। প্রথমে দেখেই তাদেরকে বিচার করা ঠিক হবে না এর আগে এই দলের হয়ে তারা কী পারফরম্যান্স করেছেন সেটা সবাই জানে। আমাদের কর্তব্য হলো তাদের আরও বেশি মোটিভেট করা। প্রায় এক সপ্তাহের বেশি সময় কেকেআর দল বাইরে ছিল। প্রথমে গুয়াহাটি তারপর সেখান থেকে মুম্বই উড়ে যায় কেকেআর দল। অবশেষে ঘরে ফিরে খেলতে নামবে নাইটরা। লিগ টেবিলের তলানিতে নাইটরা। ঘরের মাঠে পর পর দুই ম্যাচে জয় পেলে পয়েন্ট তালিকায় উন্নতি হবে কেকেআরের। আর জয় না পেলে পরিস্থিতি আরও কঠিন হবে তা জানেন রাহানেরা। সব মিলিয়ে ক্রিকেটের নন্দনকাননে নিজামের শহরের দলকে হারিয়ে জয়ে ফিরতে চায় কেকেআর।

ইডেনে কামব্যাকের আশায় হায়দরাবাদ অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও ঘাম ঝরালেন

বিতর্কেও অবিচল। ম্যাচের আগের দিন মাঠেই সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়।

আজ জ্বলে উঠতে কি পারবেন আন্দ্রে রাসেল! আগের দিন ইডেনে চলল জোরদার অনুশীলন।

আইপিএলে পুরস্কার তুলে দিলেন অভিষেক ডালমিয়া

মুম্বইয়ের বোলার ট্রেন্ট বোল্টের হাতে চারা গাছ তুলে দিলেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য অভিষেক ডালমিয়া।

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে ২২ গজের বাইরে বাংলার মধ্যমণি একজনই, তিনি অভিষেক ডালমিয়া। সুনামের সঙ্গে আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব সামলে চলেছেন। আইপিএলের উদ্বোধনে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই সৌজন্যতা সেরেছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। কাজের প্রশংসাও করেছেন। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাকারিয়াও অসমের দায়িত্বে থাকার সূত্রে অভিষেককে ভালভাবেই চেনেন। ক্রিকেট দুনিয়ায় জগমোহন ডালমিয়ার সুযোগ্য পুত্র অভিষেক ডালমিয়া এর আগে দায়িত্ব সামলেছেন সিএবি সচিব পদে। সর্বকনিষ্ঠ সভাপতিও হন তিনি। ছোটমাঠের সবার প্রিয় তিনি। সম্প্রতি মুম্বইতে গিয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের খেলা দেখতে। সেখানেই তাঁকে দেখা যায় পুরস্কার বিতরণীর মঞ্চে। ম্যাচ শেষে মুম্বইয়ের বোলার ট্রেন্ট বোল্টের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার অভিষেক ডালমিয়া।

NABADWIP MUNICIPALITY
Nabadwip : Nadia
SHORT NIT NOTICE
e-NIT are invited by the Executive officern Nabadwip Municipality.
1) NIT No: WS/NM/NIT-01e/ 2025-26.
ID: 2025_MAD_832639_1.
Last Date of receiving NIT 17-Apr-2025 06:00 PM.
N.B. : Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/001(e)/2025-26, Date: 02.04.2025
1. Construction Of Cottage Building Block-A Second Floor At Digha Holiday Home Sector(Plot No-15, Lease Hold Land Of Dsda) Under Uttarpara-KotrungMunicipality. Bid Submission Closing Date- **21/04/2025.** For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman,**
U.K. Municipality

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tende
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-22/2024-25, Sl. 1 (6th Call), WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-27/2024-25, Sl. 3 (5th Call) & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-25/2024-25, Sl. 1, 3 (5th Call), Date-02.04.2025. Bid Submission Start Date : **03.04.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **09.04.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **11.04.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in** Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Call 4th Corrigendum Notice
N.I.E. EQ. No. 28/WS/ AMRUT/AMC/2024-2025
Bid Submission period: 07.04.25 instead of 02.04.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং ৪৫৬৩-জিআরসি-সিই-সি-এইচকিউ-১১-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এইচকিউ/জিআরসি কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কোলাঘাট স্টেশন সহ ভায়াডাক্ট-এর ওপরে ব্রিজ নং ৫৭ (ডাউন এবং মিডল) এবং ৫৭ (আপ ও ৪র্থ)-র সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ-এর জন্য এবং প্রবেশপথ সহ ৫৮ ও ৫৯ নং-এর (৪টি লাইনের সবকটি) সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোকিওরমেন্ট ও কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) ভিত্তিতে প্রবেশপথ সমেত ব্রিজ নং ৫১ (ডাউন ও মিডল)-এর সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ -এর জন্য প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে অথরিটি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের জন্য প্রস্তাবের অনুরোধ (আরএফপি) (ইপিসি কনট্র্যাক্ট-এর জন্য)। **আনুমানিক মূল্যঃ** ৯.৫৫ কোটি টাকা, **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৬,২৭,৪০০ টাকা। **পরিষেবা সম্পূর্ণ করার অনুমিত মেয়াদ ঃ** নির্মাণকালীন মেয়াদ ৩৬ মাস এবং ত্রুটি দায়ভার মেয়াদ ২৪ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৮.০৫.২০২৫ দুপুর ১২টা (ভারতীয় প্রমাণ সময়)। **প্রাক্‌দরপ্রস্তাব সভা ঃ** ১৫.০৪.২০২৫। সময় ঃ দুপুর ১২টা। স্থান ঃ চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (কন)-এর কার্যালয়, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-12)**

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এমসি_ডব্লুসি_এআরটি_১৭_২০২৫আর,তারিখ ঃ ২৯.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং. ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে নিম্নলিখিত কাজের জন্য "সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে" সিল করা সিঙ্গল টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম/বিবরণ ঃ** "বেলেঘাটাতে রক্ষিত অ্যাক্সিডেন্ট রিলিফ ট্রেন-এর মেসার্স বিইএমসিও নির্মিত হাইড্রলিক রি-রেলিং সরঞ্জাম সেট-এর স্পেয়ার্স সমেত একবারের জন্য আনুপূর্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষা / মেরামতির পরিষেবা।" **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮,৮৭,৪১০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩৭,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ০৭.০৪.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। টেন্ডার নথি তৎসহ ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও কাজের যোগ্যতা শর্তাবলি **www.ireps.gov.in** (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা যাবে। হাতেহাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। SDAH-03/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

অসুস্থ লালুপ্রসাদ যাদব, চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: দিল্লি যাওয়ার পথে হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। হঠাৎ করে রক্তে শর্করার মাত্রা ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে তাঁর। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকদের তরফে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার জন্য। পরিবারের তরফে জানা যাচ্ছে, উন্নত চিকিৎসার জন্য বুধবার বিকেলে লালুকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে এইমস হাসপাতালে চিকিৎসা হবে লালুর।

আরজেডির তরফে জানা গিয়েছে, বার্ধক্যজনিত সমস্যার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে সুগারের অসুখে ভুগছেন লালু। এর আগেই অসুস্থতার জন্য বহুবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে তাঁকে। এই পরিস্থিতির মাঝে শরীরে আঘাত লাগার কারণে ক্ষত তৈরি হয়েছে তাঁর। সুগারের কারণে তা সারছিল না। পরিবারের দাবি গত দু'দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। বিহারে রাবড়ি আবাসেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর। তবে লালুর শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সেই মতো বুধবার বিকেলে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে।

দীর্ঘ দিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন লালুপ্রসাদ। তাঁর হার্টের সমস্যা রয়েছে। গত বছর মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে তাঁর অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি হয়েছিল। ২০১৪ সালে ওই একই হাসপাতালে ছ'ঘণ্টার অস্ত্রোপচার হয়েছিল তাঁর। এ ছাড়াও ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শারীরিক অসুস্থতার কারণে লালুপ্রসাদ দিল্লি এইমসে ভর্তি ছিলেন বেশ কিছু দিন।

শুধু হৃদ্‌যন্ত্র নয়, কিডনিতেও সমস্যা রয়েছে লালুপ্রসাদের। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরে তাঁর কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছে। তাঁর কন্যা রোহিনী তাঁকে কিডনি দিয়েছিলেন।

বছরে রেকর্ড আয় সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে

মুম্বই, ২ এপ্রিল: নতুন রেকর্ড গড়ল মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির। এক বছরে ১৩৩ কোটি টাকা আয় হয়েছে মন্দিরের। শুধু তাই নয়, আগামী অর্থবর্ষে এই বিখ্যাত মন্দিরের আয়ের অঙ্কটা দেড়শো কোটিও ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। মন্দিরের বিপুল আর্থিক লাভের নেপথ্যে রয়েছে কর্তৃপক্ষে সুপরিচালনা, এমনটাই মনে করছেন সিদ্ধিবিনায়কের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার সন্দীপ রাঠোর।

৩১ মার্চ শেষ হয়েছে অর্থবর্ষ। ২০২৪-২৫ সালের হিসাব বলছে, নানা খাতে মুম্বইয়ের এই বিখ্যাত মন্দিরের আয় হয়েছে ১৩৩ কোটি টাকা।

যদিও বছরের শুরুতে অনুমান করা হয়েছিল, আয়ের পরিমাণ ১১৪ কোটি হতে পারে। কিন্তু প্রত্যাশার চেয়েও বেশি দান দিয়েছেন পুণ্যার্থীরা। বছরশেষের হিসাব বলছে, ১৩৩ কোটি টাকা জমা পড়েছে মন্দিরের কোষাগারে। প্রাথমিক অনুমানের থেকে অন্তত ১৫ শতাংশ বেশি। তাই মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুমান, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আয়ের পরিমাণ ১৫০ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে।

সিদ্ধিবিনায়কের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার সন্দীপ রাঠোর বলছেন, 'সুষ্ঠুভাবে মন্দির পরিচালনার জন্যই এত বেশি পুণ্যার্থী এসেছেন এবং আশার অতিরিক্ত দান দিয়েছেন। আমরা বুঝেছি, যদি দর্শনার্থীদের সুন্দরভাবে দর্শনের সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে মন্দিরে আরও বেশি সংখ্যায় পুণ্যার্থীরা আসবেন। তাতে দানের পরিমাণ বাড়বে।' সন্দীপের মতে, সিদ্ধিবিনায়কে প্রত্যেক দর্শনার্থীকে অন্তত ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড দর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য বড় মন্দিরে সেই সময়টা ৫ থেকে ৭ সেকেন্ড।

কেন্দ্রীর অভিযানে মাথানত করল 'ছত্রভঙ্গ' মাওবাদীরা, পাঠাল শান্তি প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: লাগাতার অভিযানের জেরে গত ১৫ মাসে ৪০০ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। কার্যত ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে সংগঠন। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে এবার মাথানত করল মাওবাদীরা। কেন্দ্র ও রাজ্যের উদ্দেশে বিবৃতি জারি করে মাওবাদীদের সেন্ট্রাল কমিটির তরফে জানানো হল, 'অভিযান বন্ধ করুন, আমরা যুদ্ধবিরতিতে রাজি।' শুধু তাই নয়, অভিযান বন্ধ করলে কেন্দ্র ও রাজ্যের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতেও রাজি হয়েছে মাওবাদী সংগঠন। আগামী ৫ এপ্রিল বস্তার সফরে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর আগেই শান্তি লক্ষ্যে আলোচনার প্রস্তাব দিলেন মাওবাদী নেতা অভয়।

মাওবাদী মুখপাত্র অভয় তেলুগু ভাষায় এক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। যেখানে লেখা হয়েছে, গত ২৪ মার্চ হায়দরাবাদের তাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কমিটির বেশিরভাগ সদস্যই কোনও শর্ত ছাড়া সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনা ও যুদ্ধবিরতির পক্ষে মত দিয়েছেন। আরও বলা হয়েছে, এর আগে ছত্তিশগড়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা শান্তি আলোচনার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে দণ্ডকারণ্য বিশেষ জোনাল কমিটির তরফে শর্ত দেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তাবাহিনী ক্যাম্পে থাকুক আপত্তি নেই, কিন্তু কোনওরকম অভিযান যেন চালানো না হয়। তবে সরকার সে প্রস্তাব মানেনি। লাগাতার অভিযান চালানো হয়, যার জেরে গত ১৫ মাসে আমাদের ৪০০ জনের বেশি নেতা, কমান্ডার, পিএলজি যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। শত শত কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই অবস্থায় নতুন করে মাওবাদীদের তরফে বার্তা দিয়ে জানানো হয়েছে, 'মানুষের স্বার্থে আমরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব করছি। আমাদের দাবি, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ এবং তেলঙ্গানায় অভিযানের নামে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হোক। নিরাপত্তাবাহিনীর জন্য যে নতুন ক্যাম্প তৈরি করা হচ্ছে তা বন্ধ করা হোক। সরকার যদি আমাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয় তাহলে আমরাও যুদ্ধবিরতিতে রাজি।' যদিও মাওবাদীদের শান্তি আলোচনার প্রস্তাব এই প্রথমবার নয়, ২০২১ সালেও একবার এই প্রস্তাব দেয় মাওবাদীরা। তবে তাতে এমন কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছিল যা মানতে রাজি হয়নি তৎকালীন ভূপেশ বাঘেলের সরকার।

এবার মহাভূমিকম্প এবং বিধ্বংসী সুনামির আশঙ্কা প্রকাশ করল জাপান

টোকিও, ২ এপ্রিল: মায়ানমারের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ২৭০০-তে পৌঁছে গিয়েছে। এখনও মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। যতই উদ্ধারকাজ এগোচ্ছে ততই ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে উদ্ধার হচ্ছে একের পর এক প্রাণহীন দেহ। এ বার 'মহাভূমিকম্প' এবং বিধ্বংসী সুনামির আশঙ্কা প্রকাশ করল জাপান। সেই ভয়ংকর দুর্যোগে ৩ লক্ষ পর্যন্ত মানুষ মারা যেতে পারেন বলেই দাবি। জাপান সরকারের এক নতুন রিপোর্টেই এই 'প্রলয়ে'র আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নানকাই ট্রফ' নামে সমুদ্রের তলদেশের এক এলাকা (শিজুওকা থেকে কিউশু পর্যন্ত ৮০০ কিলোমিটার বিস্তৃত সমুদ্রতলের চ্যুতিকে এই নামে ডাকা হয়) সেই শক্তিশালী ভূমিকম্পের উৎস হবে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর পাশাপাশি ১.৮১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

২০২৪ সালেই দক্ষিণ জাপানে এক ভূমিকম্পে রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৭.১। সেবারও ভয়াবহ বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু আশঙ্কার থেকে কমই ছিল মাত্রা। নয়া রিপোর্টে দাবি, এবারের ভূমিকম্পের মাত্রা হবে আরও অনেকটা বেশি। অবিকল আন্দাজ করা সম্ভব নয়। তবু যদি রিখটার স্কেলে সেই মাত্রা থাকে ৯-এর বেশি সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষ ঘরছাড়া হতে পারেন। যা জাপানের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ। যদি ওই কম্পন রাতের দিকে নৈশভোজের সময় হয় সেক্ষেত্রে ২ লক্ষ ৯৮ হাজার মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

২০১৩ সালে জাপানের সরকারি বিপর্যয় সতর্কতা বাহিনী হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছিল, নানকাই ট্রফে কম্পনের ক্ষেত্রে রিখটার স্কেলের মাত্রা ৯.১ হলে সুনামি ধেয়ে আসবে। সেক্ষেত্রে জল ১০ মিটার তথা ৩৩ ফুট উপরে উঠতে পারে। আর তেমন হলে ৩ লক্ষ ২৩ হাজারের মৃত্যু হতে পারে। ধ্বংস হয়ে যাবে ২০ লক্ষ বাড়ি।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১৮বি-২৪, তারিখ ২৮.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫- ডব্লুসি-ওটি-১৮বি-২৪ -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে বর্ধমান স্টেশনে পিএফ ০৬ ও ০৭-এর দৈর্ঘ্য সম্প্রসারণ, নতুন কোচিং ২, ৩, ৪ এবং অন্যান্য কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ কেভি ওএইচই-র আধুনিকীকরণের কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,৪২,০৬,৫১৩.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৪,৭১,০০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না ও সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। HWH-02/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O. - Panihati, P.S.-Khardah, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No. - 033 2553-2909, 033 25634457
Notice Inviting Quotation No. PM/PWD/AE/2025-2026/01
Quotation Submission Start Date- 02ndApril, 2025 at 03:00 PM.
Quotation Submission End Date- 09thApril, 2025 at 04:00 PM.
Sealed percentage rate Quotation in printed form are hereby invited from the bonafide Chartered Accountant firms under valid registration of the Institute of Chartered Accountant of India for preparation of Internal Audit for the financial year 2023-2024& 2024-25 as per Accounting Standard issued by the Institute of Chartered Accountant of India as well as common format approved by the Comptroller and Auditor General of India in respect of Office of the Municipal Councilors of Panihati, an urban local body established on the 1stApril, 1900 under UD&MA Department, Government of West Bengal. The aforesaid work should be started within seven days from the date of issuance of order for preparation of Internal Audit for the financial year 2023-2024& 2024-25 and must be completed within fifteen working days. For details please see the website **www.panihatimunicipality.in & https://wbtender.gov.in**
Sd/ Executive Officer,
Panihati Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 4/MF/SS/T/25-26 Dated 02.04.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Repairing and Maintenance of Aluminum Partition with doors at Sukanta Sadan. Last date of submission of tender: **17.04.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No.3/FCXVSWM/CON/T/25-26 Dated 02.04.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Operation and Maintenance of 2 nos. Moveable Compactor of 14 cum. capacity. Last date of submission of tender: **17.04.2025 up to 12 noon**. The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন অর্থকথা

বৃহস্পতিবার • ৩ এপ্রিল ২০২৫ • পেজ ৮

এই বছর বাড়ি কেনার কথা ভাবছেন? মাথায় রাখুন পাঁচটি বিষয়

নতুন সংসার পাততে চলেছেন তার আগে নতুন বাড়ি কেনার কথা ভাবছেন। বাড়ি কেনা সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত। তবে, যেহেতু এর সঙ্গে আর্থিক প্রতিশ্রুতি জড়িত, তাই সংসারের একজনকে অবশ্যই একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনি যদি বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করেন তবে এখানে পাঁচটি বিষয় মনে রাখা উচিত।

১. আর্থিক স্বচ্ছতা বাড়ি কেনা একটি আবেগঘন সিদ্ধান্ত। তবে এটি আর্থিক স্বচ্ছতার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, কোনও চাপের পড়ে নয়। মেট্রো শহরগুলিতে প্রতিনিয়ত বাড়ির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবছর ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বাড়ির দাম। বিশেষজ্ঞদের পরমার্শ, বাড়ি কেনার আগে আর্থিক স্থিতিশীলতা, চাকরিক্ষেত্রে নিরাপত্তা, নিশ্চিত আয়ের উৎস থাকলেই বাড়ি কেনার কথা চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ।

২. সামর্থ্য বনাম আকঙ্খা নিশ্চিত করুন যে ইএমআই আপনার মাসিক আয়ের ৩০-৩৫ শতাংশ এর বেশি না হয়। শুধু ইএমআই নয়, সম্পত্তি কর, রক্ষণাবেক্ষণ, রেজস্ট্রেশন খরচ এবং জিএসটি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এই সব ধরলে বাড়ির দামের বাইরেও ১৫-২০ শতাংশ খরচ বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, বার্ষিক আয়ের পাঁচগুণ দামি বাড়ি কেনার কথা ভাবনাচিন্তা করা উচিৎ। কমপক্ষে ২০ শতাংশ ডাউনপেমেন্ট এবং মাসিক আয়ের ৩০ শতাংশ ইএমআইয়ের জন্য রাখতে হবে।

৩. বাড়ি কেনার মৌলিক বিষয়গুলি ঠিক করে নিন এমন কিছু এলাকা খুঁজুন যেখানে নতুন পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে। মেট্রো, হাইওয়ে, স্কুল, ব্যবসায়িক অঞ্চলের কাছাকাছি থাকলে বাড়ির দাম বৃদ্ধি পাবে ভবিষ্যতে। রেরা-নিবন্ধিত সম্পত্তি এবং স্বনামধন্য নির্মাতাদের বেছে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ঢুকে পড়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি অথবা সম্পত্তি হাতে পেতে অনিশ্চয়তা এড়িয়ে চলুন। এমনকি যদি সেগুলির দাম বেশি হয় তা-ও।

৪. সুদের বিষয় মাথায় রাখুন নতুন অর্থবর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি গৃহঋণের হারকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তা বিশ্লেষণ করুন। ঋণফেরতের সময় যত বেশি হবে তত বেশি সুদ গুণতে হবে। তবে, যদি আপনার আর্থিক অবস্থা ঠিক থাকে এবং আপনি একটি ভাল সম্পত্তি খুঁজে পান, তাহলে সুদের হার আরও কমার জন্য অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নাও হতে পারে। সুদের হারের পতনের পরিস্থিতি বাড়ি কেনার জন্য একটি দুর্দান্ত সময় হতে পারে।

৫. কখনও কখনও বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসা যুক্তিসঙ্গত। যেসব ব্যক্তিদের কাজের কারণে ঘন ঘন স্থানান্তর হতে হয় অথবা যাঁরা তাঁদের কেরিয়ারের প্রাথমিক পর্যায়ে তরুণ পেশাদার, তাঁদের ক্ষেত্রে বাড়ি কেনার চেয়ে ভাড়া নেওয়া বেশি লাভজনক। ধরা যাক, একটি সম্পত্তির দাম এক কোটি টাকা এবং বার্ষিক ভাড়া সম্পত্তির দামের ৩ু এরও কম অর্থাৎ ৩ লক্ষ টাকারও নীচে। এইক্ষেত্রে, ভাড়া একটি ভাল বিকল্প হতে পারে। সম্পত্তির দামকে বার্ষিক ভাড়া দিয়ে ভাগ করে মূল্য-ভাড়া অনুপাত গণনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি ভাড়া প্রতি বছর আড়াউ লক্ষ টাকা হয়, তাহলে অনুপাত হবে ৪০ (১,০০,০০,০০০ ভাগ ২,৫০,০০০)। যেহেতু ২৫ এর বেশি অনুপাত ইঙ্গিত দেয় যে সম্পত্তিটির দাম বেশি হতে পারে, এই ক্ষেত্রে ভাড়া আরও সাশ্রয়ী হবে।

প্যারাসিটামল থেকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন

৯০০ ওষুধের দাম বাড়ল কত পড়বে স্টেন্টের দাম

১ এপ্রিল থেকে দাম বাড়ছে শতাধিক ওষুধের। প্রত্যেক অর্থবর্ষেই নতুন দাম নির্ধারণ করে সরকার। আগের বছরের 'হোলসেল প্রাইস ইনডেক্স'-এর উপর ভিত্তি করে দাম পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় সরকার। এবারও নতুন দাম ধার্য করেছে 'ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি' (ঙ্কঞ্চঞ্চঙ)। একসঙ্গে প্রায় ৯০০টি ওষুধের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় একাধিক ওষুধের দামও বেড়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তালিকায় রয়েছে সংক্রমণ, ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যা সহ একাধিক রোগের ওষুধ। প্রায় ১.৭৪ শতাংশ করে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নতুন দামের তালিকা অনুযায়ী, এবার থেকে অ্যান্টিবায়োটিক 'অ্যাজিথ্রোমাইসিন'-এর ২৫০ মিলিগ্রামের প্রতিটি ট্যাবলেটের দাম হবে ১১টাকা ৮৭ পয়সা, ৫০০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেটের দাম হবে ২৩ টাকা ৯৮ পয়সা। 'অ্যাসিক্লোভির'-এর মতো অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের প্রতি ২০০ এমজি ট্যাবলেটের দাম হবে ৭ টাকা ৭৪ পয়সা আর ৪০০ এমজির ট্যাবলেটের দাম হবে ১৩ টাকা ৯০ পয়সা। দাম বাড়ছে পেনকিলারেরও। ২.০৯ টাকায় বিক্রি হবে 'ডিক্লোফেনাক'।

ভারতে জরুরি বা এসেনশিয়াল বলে যেসব ওষুধকে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলির দামো বাড়ছে। সেই তালিকায় রয়েছে অ্যানাস্থেশিয়া, অ্যান্টি অ্যালার্জি, নার্ভের ওষুধ, হার্টের সমস্যার ওষুধ, কান-নাক ও গলার চিকিৎসার ওষুধ। তালিকায় আছে প্যারাসিটামলও। দাম বাড়ছে হার্টে বসানোর স্টেন্টেরও। যে সংস্থাগুলি স্টেন্ট তৈরি করে, তারা ১.৭৪ শতাংশ দাম বাড়িয়ে বিক্রি করতে পারে বলে জানিয়েছে NPPA। বেয়ার-মেটাল স্টেন্টের দাম হবে ১০,৬৯২.৬৯ টাকা আর বায়োডিগ্রেডেবল স্টেন্টের দাম হবে ৩৮,৯৩৩.১৪ টাকা।

সোনা নাকি বুলেট ট্রেন!

সোনা নাকি বুলেট ট্রেন! যে ভাবে ছুটছে তাতে কার্যত ভয় ধরেছে মধ্যবিত্তের মনে। চড়চড়িয়ে বাড়ছে সোনার দাম। মঙ্গলেই মধ্যবিত্তের পকেটে ডাকল 'অমঙ্গল'। এক লাফে দর পেরিয়ে গেল ৯০ হাজারের গন্ডি।

গত কয়েক মাস ধরেই চড়চড়িয়ে বাড়ছিল সোনার দর। নতুন বছর পরে থেকেই সোনায় হাত দিতেও যেন ভয় পাচ্ছিল মধ্যবিত্ত। প্রথমে ৮০ হাজার, এবার পেরিয়ে গেল ৯০ হাজার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে ভাবে চলছে, তাতে খুব শীঘ্রই সোনা পৌঁছে যেতে পারে এক লক্ষ টাকাতেও। এক নজরে দেখে নিন আজকের সোনার দর ,

২২ ক্যারেটের হলমার্ক সোনা

আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার ১ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম রয়েছে ৮ হাজার ৬৭০ টাকায়। ১০ গ্রাম সোনার দর চলছে ৮৬ হাজার ৭০০ টাকায়। ১০০ গ্রাম সোনার দর চলছে, ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা।

২৪ ক্যারেট সোনার দর

কেউ যদি ২৪ ক্যারেটের খুচরো সোনা কেনেন, সেক্ষেত্রে ১ গ্রাম সোনার দাম পড়বে ৯ হাজার ১২০ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দাম পড়বে ৯১ হাজার ২০০ টাকা। ১০০ গ্রাম সোনার দর ৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।

তবে ২৪ ক্যারেটের সোনার বাট মিলতে পারে খানিক সস্তায়। মঙ্গলে ১ গ্রাম সোনার বাট চলছে ৯ হাজার ৭৫ টাকায়। ১০ গ্রাম সোনার বাট চলছে ৯০ হাজার ৭৫০ টাকায়।

১৮ ক্যারেট সোনার দর

মঙ্গলবার ১ গ্রাম ১৮ ক্যারেটের সোনার দর ছুঁয়েছে ৬ হাজার ৮৯৫ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দর ছুঁয়েছে ৬৮ হাজার ৯৫০ টাকা।

বিদেশের মিউচুয়াল ফান্ড থেকেও মিলতে পারে ভাল রিটার্ন, দেখে নিন সুদের হার

মিউচুয়াল ফান্ড মানেই হল এমন একটি বিনিয়োগ যেখান থেকে ভাল রিটার্ন আসে। তবে যদি সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সেখানে সঠিক পথেই থাকবেন। দেশের মধ্যে যেমন বেশ কয়েকটি মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে তেমনি বিদেশের বেশ কয়েকটি মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে যেগুলি অনেক সময় ভাল রিটার্ন দিতে পারে। তবে তার আগে সেগুলি নিয়ে জেনে নেওয়া দরকার।

এডেলউইস ইউএস টেকনলজি ইক্যুইটি এখানে রেশিও রয়েছে ০.৬৮ শতাংশ। এখানে আপনি ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারেন। যদি এখানে ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে ওয়ান টাইম এসআইপি হবে ৩ লাখ টাকা। মোট টাকা আসবে আপনার হাতে ৮ লাখ ১৫ হাজার।

ইনভেসকো ইন্ডিয়া এখানে রেশিও রয়ছে ০.৮৬ শতাংশ। এখানে আপনি ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারেন। যদি এখানে ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে ৫ বছরে সেই টাকা হবে ৩ লাখ টাকা। মোট হাতে পাবেন ৭ লাখ ৮৪ হাজার টাকা।

এডেলউইস এইএস ভ্যালু ইক্যুইটি অফসোর ফান্ড এখানে রেশিও রয়েছে ০.৬৬ শতাংশ। এখানে ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারেন। যদি ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে ওয়ান টাইম বিনিয়োগ হবে ৩ লাখ টাকা। তবে আপনি হাতে পাবেন ৭ লাখ ২৬ হাজার টাকা।

এডেলইউস ইউরোপ ডায়নামিক ইক্যুইটি ফান্ড এখানে রেশিও রয়েছে ০.৫৭ শতাংশ। এখানে ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারেন। যদি ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে ৫ বছরে মোট হবে ৩ লাখ টাকা। মোট হাতে পাবেন ৭ লাখ ১৯ হাজার।

আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল ইউএস ব্লুচিপ ফান্ড এখানে রেশিও রয়েছে ১.২৫ শতাংশ। এখানে যদি ৩ লাখ টাকা ৫ বছরে বিনিয়োগ করেন তাহলে আপনি মোট পাবেন ৬ লাখ ৮৩ হাজার টাকা।

তবে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার আগে সমস্ত তথ্য দেখে নেবেন। যদি আপনি বিনিয়োগ করতে গিয়ে ঠকে যান তাহলে তার দায় আজকাল ডিজিটাল নেবে না।

বুধেই স্বস্তি ফিরল বাজারে, তবে নজর রয়েছে ট্রাম্পের দিকেই

খানিকটা হলেও স্বস্তি দিল বাজার। স্টক মার্কেট বেশ খানিকটা উপরের দিক থেকেই দিন শেষ হল। স্বস্তি ফিরল বিনিয়োগকারীদের।

মাথার উপর ঝুলছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের খাঁড়া। তবে এরই মধ্যে খানিকটা স্বস্তি দিল স্টক মার্কেট। এদিন সেনসেক্স বেশ খানিকটা উপরের দিক থেকেই দিন শেষ করল। সেনসেক্স ৫৯২.৯৩ পয়েন্ট উপরের দিকে থাকল। ফলে সেটি বন্ধ হল ৭৬ হাজার ৬১৭.৪৪ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি ফিফটিও খানিকটা উপরের দিক থেকেই শেষ হল। সেখানেও যোগ হল ১৬৬.৬৫ পয়েন্ট। নিফটি শেষ হল ২৩ হাজার ৩৩২.৩৫ পয়েন্টে।

ট্রাম্পের ঘোষণার পর খানিকটা চাপে ছিল ভারতের স্টক মার্কেট। তবে সেখান থেকে অনেকটা ঘুরে গেল শেয়ার বাজার। এই ধারা যদি বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বজায় থাকে তাহলে সেখানে ফের খানিকটা হাসি ফুটবে বিনিয়োগকারীদের মুখে।

ভারত-মার্কিন সম্পর্ক এখন কোথায় থাকবে সেটার উপর স্টক মার্কেটের ভবিষ্যত নির্ভর করবে। তবে সেদিক থেকে দেখতে হলে বিগত সপ্তাহের তুলনায় চলতি সপ্তাহের মাঝেই বাজার এভাবে ঘুরতে খানিকটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে সকলের মধ্যে। চলতি বছরে শুরু থেকেই বাজার বেশ খানিকটা নিস্তেজ হয়েই চলছে। সেখান থেকে দেখতে হলে কবে ফের বাজারের হাল ফিরবে তা নিয়ে সকল বিনিয়োগকারীরা অনেকটা চিন্তায় ছিলেন। তবে দীর্ঘসময় পর ফের একবার বাজার খানিকটা ঘুরতে এবার পরবর্তী দিনের কথা ভাবছেন বিনিয়োগকারীরা।

শেয়ার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যেভাবে এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই বাজার উপরের দিকে উঠেছে এর সরাসরি প্রভাব হবে বাকি সময়তেও। বাজারের মুখ যদি উপরের দিকে হয় তাহলে সেখান থেকে বিনিয়োগকারীরা বাজারকে ভরসা করতে শুরু করবেন। বাজারে সেখানে ফের একবার বাড়তি বিনিয়োগ হবে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরু থেকেই বাজারের অবস্থা ভাল নয়। সেখানে বিনিয়োগকারীরাও খানিকটা মুখ ফিরিয়েছিলেন। বাজারের পরিস্থিতি সঠিক না থাকায় নতুন বিনিয়োগকারীদের দেখাও মিলছিল না। তবে এবার যদি ফের বাজার ঘুরতে শুরু করে তাহলে সেখান থেকে ফের লাভের মুখ দেখতে পারেন বিনিয়োগকারীরা।